Ministry of Culture
Government of India

JANUARY 2026

MONTHLY BULLETIN

VOLUME LV, NO. 1

THE ASIATIC SOCIETY

(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)

1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

CONTENTS

Administrator's Page 1

Meeting Notice 3

Paper to be Read

- মহাভারতে নেতা নেতৃত্ব এবং 'ম্যানেজমেন্ট' 4
  নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

Condolence Message 10

Treasures of The Asiatic Society

- A Brief Sketch of Manuscript Studies in India with Special Reference to The Asiatic Society 11
  Tapati Mukhopadhyay

Publication

- Alphabetical Author-Wise Index to the List of Articles Published/Printed in the Journals of The Asiatic Society during the First 10 Years since 1984, the Year in which The Asiatic Society was declared as An Institution of National Importance by An Act of Parliament 18
  Compiled by **Sukhendu Bikash Pal**

Space for Research Fellows

- স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রথম বাংলা জীবনী 39
  সৃজন দে সরকার

Books from Reader's Choice

- ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুকুমার সেন – এক অনন্য জীবন 43
  অরূপরতন বাগচী

Administrator's Page

Season's greetings and best wishes for a very Happy New Year!

Let me begin by sharing that The Asiatic Society organized a six-day workshop on Manuscriptology, with special reference to the Sharada and Newari scripts from 17th to 22nd November 2025. Dr. Alokesh Ghosh, Scientist G, C-DAC Kolkata; Dr. Sankha Dip Das, Scientist E, MeitY, Government of India and Shri Niladri Sekhar Saha, Scientist E, C-DAC Kolkata, visited the Society on 21st November 2025.

The Society took part in the observance of World Heritage Week, the Jala Taranga Programme, along the Hooghly River on 21st November 2025. Dr. C. V. Ananda Bose, Hon'ble Governor of West Bengal and Patron of the Society, graced the occasion as the Chief Guest. During the programme, he visited the exhibition titled Boat Series from the Lithograph 'Les Hindus' by F. Baltazard Solvyns, curated by the Society onboard, and expressed his appreciation for the display.

The Asiatic Society participated in the Audit Week celebrations organised by the Office of the Principal Accountant General (A&E), West Bengal, held at the lawn of the Treasury Building from 24th to 28th November 2025. The Asiatic Society observed the 76th Constitution Day on 26th November in a befitting manner.

Students and faculty members from the International Management Institute, Kolkata visited the Society on 27th November 2025. Dr. Sushil Verma, former Professor of Morgan State University, USA, donated a Persian manuscript to the Society on 5th December 2025. Professor Somnath Ghosh, former Director of IIM Lucknow, and Dr. Ankush Gupta, Program Coordinator of RSLM and Sadbhavana visited the Society on 8th December 2025.

Professor Naoji Okuyama, a prominent Japanese academic specializing in Indian Philosophy and Buddhist Studies, particularly Tibetan Buddhism, and Professor Emeritus & Director of the International Academic Exchange Office at Koyasan University, Japan, visited the Society on the same day. 22 students of the 5th Semester, Department of Education, along with three faculty members from Chandraketugarh Sahidullah Smriti Mahavidyalaya, visited the Society on 9th December 2025. Administrator of the Society delivered an insightful presentation at the 11th International Conference on Pattern Recognition and Machine Recognition, held at IIT Delhi on 11th December 2025.

As a part of the CSEP-LIS collaboration, ten students/learners are undertaking a six-week internship at The Asiatic Society from 15th December 2025. The internship is designed to provide hands-on professional exposure and practical training in Library and Information Services.

An initiative is also underway to develop a third form of preservation technique (other than preservation, conservation and digital) for manuscripts with the help of IIT

Kharagpur. In this connection, demonstrations were conducted by Professors Saumik Bhattacharya and Debasish Sen from the Vision and Intelligence Systems wing of IIT Kharagpur on 18th December 2025 at the Museum of the Society.

A meeting of the Society with technical collaborators—including IIT Kharagpur, C-DAC Kolkata, IIT Hyderabad, and VISHVENA Techno Solutions Pvt. Ltd.—was organised in hybrid mode for the development of 'Vidhvanika' – 'Process of Deciphering', a collaborative initiative aimed at developing indigenous Handwritten Text Recognition (HTR) technology on 19th December 2025. The Society, in collaboration with technical partners, is enduring to develop HTR for ancient Indian scripts. This initiative is aimed to facilitate comprehension of ancient scripts by digital means.

28 students and two faculty members from Santal Bidroha Sardha Shatabarshiki Mahavidyalaya visited the Society on 19th December 2025. A group of 41 students, accompanied by six faculty members from P. R. Thakur Government College, visited the Society for an educational exposure trip on 22nd December 2025.

We look forward to members for their guidance and involvement with the Society's activities.

I wish you a happy reading.

The Asiatic Society
Kolkata

Anant Sinha
Lieutenant Colonel
Administrator, The Asiatic Society

Ministry of Culture
Government of India

SIR WILLIAM JONES
MDCCXLVI-MDCCXCIV

AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 5TH JANUARY 2026 AT 5 P. M. AT THE RAJENDRALALA MITRA BHAVAN, CL-24 SALT LAKE, KOLKATA - 700091 IN HYBRID MODE

MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 1st December 2025.
2. Exhibition of presents made to the Society in December, 2025.
3. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
4. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
5. The following paper will be read by Professor Nrisingha Prasad Bhaduri:

   "Mahabharate Neta Netritwa Ebong 'Management'"

1 Park Street, Kolkata-700016
Dated : 18.12.2025

Anant Sinha
Lieutenant Colonel
Administrator, The Asiatic Society

মহাভারতে নেতা নেতৃত্ব এবং 'ম্যানেজমেন্ট'

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
ভারততত্ত্ববিদ

মহাভারতের কবি দেখাচ্ছেন— কোন পরিস্থিতির পরম্পরায় ভগবৎ-প্রতিম কৃষ্ণকে অর্জুনকে দার্শনিক উপদেশ দিতে হচ্ছে। একজন ‘টিম্‌মেট্’ বিপরীত অবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়লে একজন ‘টিম্ লিডার’ প্রথমে তাকে ‘বাক্ আপ’ করে, তারপর ঝামেলাটাও বৈজ্ঞানিক সমাধানের মধ্যে নিয়ে আসে। সবচেয়ে বড় কথা— ভগবদ্‌গীতা নামটা তো আর মহাভারতের কবির দেওয়া নয়। অন্য শত শত অধ্যায়ের মতো ভগবদ্‌গীতার অধ্যায়গুলি মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে চব্বিশতম অধ্যায়ের পরে আঠারোটা অধ্যায়– অর্থাৎ পঁচিশ অধ্যায় থেকে বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত কৃষ্ণের উপদেশ, অর্জুনের জিজ্ঞাসা এবং কৃষ্ণের পরামর্শোপদেশ।

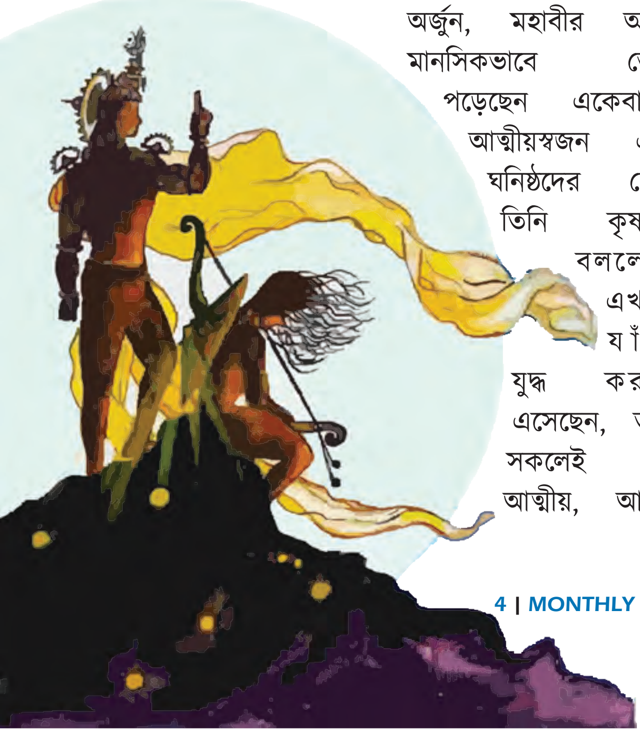

অর্জুন, মহাবীর অর্জুন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন একেবারে। আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠদের দেখে তিনি কৃষ্ণকে বললেন– এখানে যাঁরা যুদ্ধ করতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় আত্মীয়, আমার স্বজন। এঁদের সবাইকে এই যুদ্ধে মেরে ফেলতে হবে– এই ভেবে আমার শরীর এখন কাঁপছে, আমার মুখ শুকিয়ে আসছে যেন– সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি। কোন অজানা ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। হাত থেকে যেন খসে পড়ছে আমার গাণ্ডীব ধনুক– এই যুদ্ধে যেটা শত্রুনাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। গায়েজ্বালা হচ্ছে যেমন– আমি এক জায়গায় ভালো করে স্থির দাঁড়াতে পারছি না, মনটাও ভীষণ অস্থির। এই যুদ্ধ করতে এসে এখন সব কিছুই আমার বিপরীত মনে হচ্ছে– নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

সমস্ত চিত্রটা এক লহমার মধ্যে পালটে গেল। এই একটু আগে কৌরবপক্ষের বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে পাণ্ডবরা কীভাবে যুদ্ধ করবেন– এইরকম প্রশ্ন শুনে যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন শেষমেশ এটাই বলেছিলেন— আরে আমি তো আছি, কৃষ্ণ আছে আমার পাশে। সব বুঝে নেব। এখন সেই মহাবীর গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে, তাঁর শরীর কাঁপছে, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, মাথা ঘুরছে এবং মনও। অর্জুন নিজের এই বিপরীত অবস্থায় কথাও বলছেন বিপরীত। কৃষ্ণকে তিনি বললেন– দ্যাখো, এইসব আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করার মধ্যে আমি আর এতটুকুও ভালো দেখতে পাচ্ছি না। এইরকম একটা যুদ্ধ যেখানে আমার সব ঘনিষ্ঠ স্বজনদের মেরে ফেলে যুদ্ধ জয় করতে হবে, এমন জয় আমি

চাই না। আমার দরকার নেই এই রাজ্যের, কোনো সুখেরও দরকার নেই আমার— ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তার মানে অর্জুনের অবস্থা হল সেই অতি সক্ষম বালকের মতো– যে 'পারফর্ম' করার আগে মা বাবার কাছে এসে মুখ লুকিয়ে বলে– আমি পারব না। অথচ সেই সম্ভাবনাটা রেখেই দেয় যে, মা- বাবা তাকে বাচিক-মানসিক শক্তি জোগালেই সে ঠিক 'পারফর্ম' করে আসবে। এখানে অর্জুনও বুঝি এখন কৃষ্ণের বকা খাওয়ার অপেক্ষায় আছেন।

অর্জুন যে চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, তাতে ধনুক-বাণ ছেড়ে বসে পড়েছেন রথের ওপর। এই অবস্থায় কৃষ্ণ যেভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, সেটা আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে—যেখানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মাস্টার থেকে আরম্ভ করে কর্পোরেট হাউসগুলির শত শত ম্যানেজার আর শত শত 'টিম্ লিডার'এর অবসন্ন মানসপটে আদর্শ হয়ে ওঠার কথা। জীবনে চলার পথে আমরাও কখনো কখনো চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ি এবং সেই বিপর্যয়ের মধ্যে আমরা শুধু একে অপরের দোষ আবিষ্কার করি, কার্যের চেয়ে কারণ সেখানে নানা ভাবে দূর-দূরান্তে গিয়ে এমন অপর এক ব্যক্তি কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে যায় যে, 'আমি' বলে মানুষটাই কৃত্রিম হয়ে ওঠে।

বিপর্যয়ের সময় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো মানেই কিন্তু আপনি নিজের 'ইগো' বজায় রাখছেন। আবার যিনি আপনার ভ্রম-সংশোধন করে বিপর্যয়ের সমাধান করবেন, তিনি আপনাকেই শুধু দোষ চাপিয়ে যাচ্ছেন মানে তাঁরও শুধু 'বসিং ইগো'-টাই কাজ করছে; এইরকম 'বস্' কোনো দিন পথ দেখাতে পারবেন না। আমার মনে হয়েছে– আজকাল যে সব 'ম্যানেজমেন্ট কোর্স'-এ 'লিডারশিপ' নিয়ে কথা বলা হয়, তাঁদের প্রথম পাঠ নেওয়া উচিত ভগবদ্‌গীতা থেকে। গীতার মধ্যে যত দার্শনিক কথা আছে, তার একটাও বাস্তবতা-বর্জিত কোনো অনধিগম্য ভাব নয় এবং মানুষ বাস্তব প্রয়োজনেই সেটা অনুধাবন করতে পারে।

ভগবদ্‌গীতার গভীর দার্শনিক কথার মধ্যে এক জায়গায় কৃষ্ণ বলছেন– একজন শ্রেষ্ঠ, বড় মানুষ যে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ সেটাই অনুসরণ করে। সেই বড় মানুষটি নিজের আচরণ দিয়ে যেটা প্রমাণ করেন, সাধারণ লোক কিন্তু সেটাকেই অনুসরণ করার কথা ভাবে— স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। এক-একজন নেতা বা এক-একজন 'বস্'কে দেখবেন– তাঁরা শুধু কাজ 'অ্যাসাইন' করেন বিভিন্ন ব্যক্তিকে। অবশেষে কাজ খারাপ হলে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট কর্মীর ঘাড়ে, আর কাজ ভালো হলে কর্মীর সফলতা নিজে আত্মসাৎ করেন। ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ বলছেন – এই পৃথিবীতে আমার আর কর্তব্য-করণীয় বলে কিছু নেই, কিন্তু তবু আমি কর্ম করি, কাজ করি।

আদর্শ 'লিডারশিপ', কিংবা নেতার কাজও কিন্তু এইরকম — 'অ্যাসাইন' করার পরেও কিন্তু তিনি সেখানে থাকেন, সেই কাজের মধ্যে থাকেন। বিশেষত অধীনস্থের কাজের মধ্যে যদি বিপর্যয় নেমে আসে, সেখানে তার কাজের মধ্যে তিনি নেমে আসেন আপন সখার মতো। কৃষ্ণ সেইভাবেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন অর্জুন এর কাছে। কৃষ্ণ তাঁর 'টিম্‌মেট্'কে চেনেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতকাল তাঁকে 'ডেলিভার' করতে দেখেছেন, কতগুলো যুদ্ধ গেছে যেখানে সব সময় বিজয়ীর ভূমিকা ছিল তাঁর, অথচ আজকে তাঁর কেমন সংশয় উপস্থিত হয়েছে, রথের ওপর বসে পড়ে গাণ্ডীবধন্বা পাণ্ডব অর্জুন বলছেন– আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ভালো হবে, বুঝতে পারছি না যে, আমিই এদের জয় করতে পারব, নাকি ওরাই আমাদের জিতে নেবে— যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ। অর্জুন 'কনফিউশন'-এর মধ্যে আছেন, তিনি নিশ্চিত হতে চাইছেন কৃষ্ণের কাছে —যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে। এমন একজনের কাছে তিনি পরামর্শ চাইছেন, যিনি তাঁর 'বস্' নন, তিনি সখা। অথচ

অর্জুন যখন তাঁর কাছে পরামর্শ ভিক্ষা করছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে বলছেন— আমি তোমার প্রপন্ন শিষ্যের মতো, যা বলার বল তুমি আমি শুনব।

অর্থাৎ কিনা যে শুনতে চায়, তার মধ্যেও যেন দ্বিচারিতা না থাকে। সত্যি বলতে কী, যে মানুষটা বিষয় জানে না, তার মধ্যেও দ্বিচারিতা থাকে তো। বিষয়টা জানে না এমন জিজ্ঞাসুকে আমি বিজ্ঞের মতো বলতে শুনেছি— এই জায়গাটায় আমার একটু 'কনফিউশন' লাগছে, ব্যাপারটা ঠিক কী, আপনি কী মনে করেন? তার মানে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাঁরও যেন একটা ধারণা আছে এবং এইরকম প্রতারক জিজ্ঞাসুরাই বিষয়ের সমাধান শোনামাত্রই বলেন — আমিও ঠিক এমনটাই ভাবছিলাম, আপনিও বলছেন, এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

অর্জুন কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন– আমি একেবারেই বিধ্বস্ত। আমি জানি না, তুমি বল। অর্জুন শিষ্যের মতো উপদেশ চাইছেন। আবার এই গীতার মধ্যে আর একজন আহাম্মক মানুষ যাঁর নাম দুর্যোধন, তিনি সাহংকারে গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে সেনা-সৈন্য এবং যুদ্ধ নায়কদের নাম উচ্চারণ করে নিজের দলের মাহাত্ম্য প্রচার করছেন। হ্যাঁ, এটাও একধরনের 'লিডারশিপ'। এখানে লিডার অধম ভাবনায় বড় হয়েছেন বলেই তাঁর 'কনফিডেন্স লেভেল' মাত্রাছাড়া। কেননা তিনি পরের ক্ষমতা বুঝতেই পারেন না; ফলে নিজেকেও তিনি চেনেন না, আর পরকে তো নয়ই। দুর্যোধন আলোচনাও করতে গেছেন এমন একজনের সঙ্গে, যিনি জানেন যে, এরকম শিষ্যেরা কোনো কথা শোনে না। তাই দুর্যোধনের কথার কোনো উত্তর তিনি দেননি। এই ধরনের 'লিডার'-রা পরামর্শের ধার ধারেন না, নিজের সিদ্ধান্তই এঁদের কাছে সব।

উল্টো দিকে কৃষ্ণ কথা বলতে আসছেন সখার মতো। ভগবানের উচ্চতা থেকে তিনি নেমে এসেছেন, কর্তৃত্বের অভিমান-মঞ্চ থেকে তিনি পূর্বাহ্নেই 'কন্ডেসেন্ড' করেছেন সারথির ভূমিকায়। এখনও তিনি শুধু চালনাই করছেন, চালনা করছেন অর্জুনকে। খুব ভালো একজন লিডার এর কাছে বড় একটা 'প্রবলেম' নিয়ে গেলে, তিনি প্রথমে 'প্রবলেম'টাকেই উড়িয়ে দিয়ে বলেন— আরে! এটা কোনো সমস্যা নাকি? কৃষ্ণও প্রায় একই প্রতিপত্তি নিয়েই বললেন— এটা একটা সময় নাকি এইভাবে ভেঙে পড়ার, কেন এই এমন অনিশ্চিত সংশয়? তোমার যে ক্ষমতা এবং খ্যাতি তার সঙ্গে এটা যাচ্ছে না তো— অনার্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরমর্জুন। তুমি প্রথমে মন শক্ত কর, ওঠো, 'বাক্ আপ', উঠে দাঁড়াও আগে। মনের এই ধরনের অদ্ভুত দুর্বলতা মানায় নাকি তোমাকে— ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা ত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও– উত্তিষ্ঠ। কৃষ্ণ বলছেন — তুমি উৎসাহ উত্থানের কথা না ভেবে যে জিনিস তোমার এতটুকুও ভাবার কথা নয়, কষ্ট পাবার কথা নয়, সেটা নিয়ে তুমি ভাবছ, কষ্ট পাচ্ছ, আবার একই সঙ্গে প্রাজ্ঞ মানুষের মতো বড় বড় কথাও বলছো– প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

কৃষ্ণ কথা বলছেন অর্জুনের সঙ্গে। এতকাল ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আজকে যখন 'প্রোফেশনালি' যুদ্ধের জায়গায় এসে পৌঁছেছেন, তখন শতেক মোহ-বিভ্রান্তি ঘিরে ধরেছে অর্জুনকে। তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঠেছে– বৃহত্তর প্রয়োজন সাধন করতে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রশ্ন উঠেছে। যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের মতো অন্বয়-ব্যতিরেকের মাধ্যমে এতকাল ধরে ভাল-মন্দ বিচার করেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে প্রশ্ন তুলছেন আজ এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণ তাঁর এতকালের সখা, তিনি বিরক্ত হচ্ছেন এমন মধ্যম মানের কাণ্ড দেখে। কারণ শুধু মধ্যম মানের মানুষই প্রশ্ন তোলে বেশি এবং এঁড়ে তর্ক করতে থাকে বেবুঝ যুক্তিতে। কৃষ্ণ অদ্ভুত একটা শব্দ প্রয়োগ করছেন এবং সেটা যেন এক রূপকের মতো শব্দ হয়ে উঠছে এখানে, অথচ এই শব্দটাকে আমরা খুব সাধারণ প্রকৃতিতে বিচার করি।

কৃষ্ণ একটু রাগতভাবেই বললেন– এইরকম ক্লীবতার আচরণ কোরো না এই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, এটা তোমাকে মানায় না— ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ ত্বয়ি উপপদ্যতে। 'ক্লীব' এই শব্দটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক মধ্যমতা আছে, যাতে মানুষ পৌরুষের বলিষ্ঠ প্রয়াসের দিকেও যেতে পারে না আবার পূর্ণ স্ত্রীসুলভ কোমলতার দিকেও যেতে পারে না। কৃষ্ণ এই ক্লীব-ভাবটাকেই অর্জুনের আপাত মধ্যম অবস্থার মধ্যে রূপক হিসেবে স্থাপন করে বলছেন– আক্ষরিক অর্থে– you are neuter-gendering yourself and this is totally unbecoming of you. তুমি ঘরেও নহে, পারেও নহে– এটা তোমাকে মানাচ্ছে না। যুদ্ধ করতে এসে এই যে তুমি হঠাৎ হৃদয় নিয়ে পড়লে, একে মারব না, সে আমার ভাইয়ের মতো, তাকে মারব না— সে আমার শ্বশুর স্থানীয়— এই সব হৃদয়ঘটিত দুর্বলতা নিয়ে তুমি তো নারীসুলভ মায়ায় ঘরে বসে থাকনি এত কাল। এখন এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পারে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বলছ– আমি যুদ্ধ করতে পারব না — এই ক্লীবতা তোমাকে মানায় না। কৃষ্ণ বললেন – হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করে তুমি আগে উঠে দাঁড়াও– ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

ভয়ংকর একটা 'ক্রাইসিস'-এর সময় একজন 'লিডার' প্রথমত সমস্যাটাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, হয়তো বা ক্ষুদ্র হৃদয়- দুর্বলতার জন্য প্রাথমিকভাবে একটু বকাঝকাও করেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলছেন, সেটা এতটাই আধুনিক বক্তব্য, যা এখনকার 'কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট'-এর ভাষায় পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়। কৃষ্ণ বললেন – কুতস্তা কশ্মলমিদম্— কোথা থেকে তোমার মধ্যে এই মোহ এসে ঢুকল কে জানে। আর সেটা হল কিনা এই বিপরীত সময়ে— বিষমে সমুপস্থিতম্। এই কশ্মল বা মোহ ব্যাপারটাকে আজকের পরিভাষায় বলতে পারি আমরা এবং এই বিষম অবস্থা অবশ্যই 'রং টাইমিং'। কৃষ্ণ বলছেন– অসময়ে এই ধরনের বিভ্রান্ত ভাবনা তোমার মতো বুদ্ধিমান অভিজাত মানুষকে মানায় না; সবচেয়ে বড় কথা– কাজ করতে গিয়ে এই অসময়ের বিভ্রান্তি কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল নয়। এখানে শব্দটা 'অস্বর্গ্যম্' এমনিতে স্বর্গ মানে পুণ্যলব্ধ পরলোকের ঐশ্বর্য। সারা জীবন ভালো কাজ করে পরলোকে তার ফল না পাওয়ার মতো একটা কাজই স্বর্গ নষ্ট করে দিতে পারে। এখানেও এতদিনের প্রস্তুতির পর যুদ্ধের ক্ষেত্রে এসে ভেঙে পড়াটা কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট এর ভাষায়– It loses all futuristic approach and it will earn a bad name for your organisation— অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরমর্জুন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কর্মচরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তার কর্মমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এটা তো ঘটনা যে, কর্মস্থানে কিংবা 'অর্গানাইজেশন'-এর 'ম্যানেজেরিয়াল লেভেল'-এ হঠাৎ করেই বড় সমস্যা বা 'ক্রাইসিস' তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেখানে ভেঙে পড়াটা দুর্বলের কাজ। কৃষ্ণ বলতে চাইছেন, 'ক্রাইসিস' এলে একজন ম্যানেজারের 'পজিটিভ রোল' হল সেটাই, যখন সে 'ক্রাইসিস'টাকে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ হিসেবে 'চ্যালেঞ্জ' করতে পারে। কৃষ্ণ বলছেন– তুমি না ক্ষত্রিয়! যুদ্ধ করাই না তোমার কাজ। তা আমি তো বলব— পরিস্থিতির প্রয়োজনে আজকে তোমার সামনে এই যে একটা যুদ্ধের সুযোগ এসেছে, আমি তো মনে করি, স্বর্গের দরজা খুলে গেছে তোমার সামনে— স্বর্গদ্বারম্ অপাবৃতম্। তোমার মতো ক্ষত্রিয় যদি এইরকম একটা যুদ্ধের সুযোগ পায়, তবে তো তার সুখী হওয়া উচিত– সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।

এই মুহূর্তে কৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে সেই কর্মীসত্তা জাগ্রত করছেন, যাতে অর্জুন ভুলে না যান যে, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাটা তাঁর স্বধর্ম এবং এই জায়গায় যদি অন্যায়কারী মানুষটা ভাই-বন্ধু- আত্মীয়ও হয়, তবু ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হল সেই

অন্যায়ী মানুষকে শাসন করতেই হবে। এই যে ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণের 'কাউন্সেলিং' আরম্ভ হল, সেখানে মূল কথাটা কিন্তু যুদ্ধে উদ্যোগী হয়ে মারপিট করে সকলকে শেষ করা নয়, আসল কথাটা হল— প্রত্যেকের নিজের নিজের কাজটুকু করা এবং তা এতটাই অনাসক্ত ভাবে করা, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে হিংসামিশ্রিত যুদ্ধকর্মও ধর্ম হয়ে ওঠে। কেননা প্রত্যেক কর্মের মধ্যেই একটা যুদ্ধ আছে। যে ছেলে ভালো পড়াশোনা করে ক্লাসে প্রথম হচ্ছে, সেও তো ক্লাসের অন্য ছেলে-মেয়েদের মনে কষ্ট দিচ্ছে। তাহলে কী মূর্খ হবার চেষ্টাই ধর্ম হয়ে উঠবে !

ভগবদ্‌গীতা কিন্তু এই মর্মেই কর্মপন্থাকে মিলিয়ে দেয় ধর্মের সঙ্গে। বিশেষত কাজ করব অথচ ফলে আসক্তির রাখব না, এই ব্যাপারটা মাথায় রাখলে একটা 'টিম'-এর যদি বড় সাফল্য আসে তাহলে সেই 'টিম লিডার'ও কোনো দিন সেই ব্যক্তিগত 'ক্রেডিট' নেবার এমন মানসিকতা রাখবে না যে, সে বলবে – কাজটা আমিই করেছি। গীতায় জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ আরও কত যোগের কথা আছে, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে আছে বাস্তবতার নির্মাণ। ঈশ্বর উপাসনার জন্যও এখানে বিরাট যজ্ঞ করতে হয় না, এমনকী সন্ন্যাসী-সুলভ বৈরাগ্যেরও প্রয়োজন হয় না। এখানে ভগবৎপ্রতিম মানুষটা মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেন— আমাকে যদি সামান্য একটু ফুল- তুলসী আর জল-বাতাসাও ভক্তি করে দাও, তাহলে সেটাই আমি সাদরে গ্রহণ করি। আমার মনে হয়েছে- এটাও বড় বাস্তবের কথা।

আজকের অনন্ত দড়ি-টানাটানি আর ইঁদুর-দৌড়ের দিনে অনাসক্ত ভাবে কাজ করার মূল্য এবং অন্য মানুষকে নিজের দুঃখ-সুখে প্রতিবিম্বিত করে দেখার উপদেশই আমাদের 'প্রাইভেশন' থেকে 'প্লেনটি'-তে নিয়ে যেতে পারে, 'কনসিউমারিসম্' থেকে 'রিস্ট্রেইনড কনসামপ্‌শনে' নিয়ে যেতে পারে, কিংবা 'অ্যাকুইজিটিভনেস'- এর বিপরীতে 'সার্ভিস মোড' তৈরি করে দিতে পারে।

অর্জুন কিন্তু এই বিপর্যস্ত মানসের সঠিক চিকিৎসার জন্য একটা প্রায় অসাধারণ কাজ করে ফেললেন— প্রিয়সখা কৃষ্ণের কাছে তিনি পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। বললেন–ধর্মাধর্মের ব্যাপারে আমার এই বিপর্যস্ত দ্বৈধভাব তৈরি হয়েছে বলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি কৃষ্ণ — পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম-সংমূঢ়চেতাঃ। তুমিই আমাকে নিশ্চিত করে বল– কোন কাজটা করলে আমার ভালো হবে, আমার নিশ্চিত ভালো হবে– তুমিই বল কৃষ্ণ।

কর্মক্ষেত্রে দেখেছি— অনেক বড় সমস্যার সমাধান বন্ধুরাই করে দেয়। বিশেষত সে সব জায়গায় স্বয়ং 'বস্' অথবা 'টিম্ লিডার' যদি বন্ধুর মতো নেমে আসেন খানিক নিচে, তাহলে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারলে শেখা, দেখা এবং সমস্যা সমাধান একেবারে সহজ হয়। অতএব মূল সমস্যা কিন্তু কাজে ভয় পাওয়া, কাজ না পারা, কিংবা কোনো কোনো বসের চোখ রাঙানিও নয়। আসল সমস্যা হল আমাদের 'ইগো', আমাদের 'অহঙ্কার', আমাদের 'অভিমান'--- আমরা কোথাও নিচু হতে পারি না।

কৃষ্ণ প্রাথমিকভাবে একটু রেগেই কথা বললেন। যে বন্ধু নিজেকে শিষ্য বলে মানছে, তার সঙ্গে একটু রেগে কথা বলা যায়ও যেন। এই রাগটা যে কপট রাগ, সেটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন ঠোঁটে মুখে খানিক হাসি ঝুলিয়ে রেখে— তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । দুই পক্ষের সৈন্য-সেনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে– সকলে তাঁদের দেখছে, এই অবস্থায় কৃষ্ণ কিন্তু গলা ফাটিয়ে গালাগালি দিতে পারেন না। তিনি হেসেই তির্যকভাবে বললেন– যে বিষয় নিয়ে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণই নেই, সেটা নিয়ে তুমি তোমার কষ্ট প্রকট করে তুলছ। আর শুধু তাই নয়, সেটা নিয়ে পণ্ডিতি করে অনেক বড় বড় কথাও বলছ— অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে লিখেছেন— রাজার মধ্যে 'সদোত্থায়ী' একটা ভাব থাকবে অর্থাৎ কিনা সবসময় তিনি প্রস্তুত, সব সময় তিনি উৎসাহ

উদ্যমে উত্থানশক্তি প্রদর্শন করবেন— রাজ্ঞো হি ব্রতমুত্থানম্। কৃষ্ণ সেই উত্থানশক্তি জোগান দিয়ে অর্জুনকে বললেন— কাদের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ? এই দুর্যোধন-দুঃশাসন-শকুনিরা কীই বা করেছে তোমাদের!

এখন যখন সঠিক প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে, তখন তাদের জন্য তোমার মায়া হচ্ছে— it's a case of misplaced sympathy— তুমি এটা করতে পার না— আশোচ্যান অন্বশোচস্ত্বম্। দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণেরা কী করেছিল, এই মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ— সব তো সেদিন চুপ করেছিলেন, এখন তাদের জন্য আচার্য, পিতা-পিতামহ— এইসব বড় বড় কথা বলছো— প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে— like managers tending to make impressive arguments to justify their own inclinations.

কৃষ্ণ বলেছেন— এখন তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, এটাই তোমার কাজ। এটা তোমার মতো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। যে কোনও 'অরগ্যানাইজেশন'-এর যে কোনও 'ম্যানেজেরিয়াল লেভেল'-এ সংকট আসতেই পারে, কিন্তু সংকটের সময় বিহ্বল বিভ্রান্ত না হয়ে একজন ভালো 'ম্যানেজার' কিন্তু সমস্যার জায়গাটাকেই নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগে পরিণত করতে পারে। অর্জুন তোমার জীবনের এই সংকটটা তোমার নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে— তোমার সামনে এই যুদ্ধের সুযোগ এসেছে অবধারিত নিয়তির মতো এবং তোমার সামনে সেটাই স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছে— যদৃচ্ছায়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্। এরকম যুদ্ধ পেলে তোমার মতো ক্ষত্রিয়ের সুখী হবার কথা, এটাই তোমার সুযোগ। You should seize the opportunity.

কিন্তু এই সুযোগটা একজন 'ম্যানেজার'কে নিতে হয় কীভাবে— সেটা বলতে গিয়েই কৃষ্ণের মতো 'লিডার' সেই অসাধারণ কথাটা বলেছেন— যেটা অর্জুনের, আমাদের এবং তোমাদের সমস্ত বিভ্রান্তির উত্তর। অর্জুন বলেছিলেন— আমরা এ যুদ্ধে জিতব, ওরাই আমাদের জয় করে নেবে— কোনটায় যে ভালো হবে, তাই বুঝতে পারছি না। এর উত্তরে মহাভারতের নেতা, 'লিডার' সমস্ত গীতার সার কথাটা বলে দিয়েছেন— কাজটায় তোমার সিদ্ধি হবে অথবা সিদ্ধি হবে না, এর কোনওটাই তোমার ভাবার দরকার নেই— তুমি কাজটার সঙ্গে সার্বিকভাবে জড়িয়ে থেকেও যখন তার সিদ্ধির ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে, তখনই কাজটা সব দিক থেকে সার্থক হবে— সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। কাজের ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ অথচ কাজের ফলের জায়গায় অনাসক্তি— এটা কিন্তু কোনও ঔদাসীন্যের প্রশ্ন তোলে না, বরঞ্চ এটাই most efficient behavioural strategy.

কর্মসিদ্ধির সম্ভাবনাগুলিকে চরম তার্কিকতায় সিদ্ধান্তে পরিণত করাটাই যোগযুক্ত হয়ে কাজ করা, সেই কাজটা তার নিজের গতিতেই কর্মসিদ্ধি ডেকে আনবে। কিন্তু সেই সিদ্ধির ব্যাপারে অনাসক্তি ব্যাপারটা কাজের তুষ্টিটাকে একটা নিস্তরঙ্গ শান্তরসের মধ্যে সমাহিত করে। তাতে আমিত্ব গৌণ হয়ে যায়। সমস্ত 'অরগ্যানাইজেশন্যাল টিম্' নতুন কর্মে উদ্দীপিত হয়।

Ministry of Culture
Government of India

The Asiatic Society

Founded in 1784

An Institution of National Importance declared by an Act of Parliament and
An Autonomous Organization under Ministry of Culture, Government of India

Patron : Hon'ble Governor of West Bengal

Condolence Message

The Members, Staff Members and Research Fellows of the Asiatic Society are extremely shocked to learn about the sad and sudden demise of Safik Ali Khan, an employee of the Asiatic Society who expired on 27th November 2025.

His service to the Society was undoubtedly remarkable. His long association with the Society was of immense help to his colleagues as well as to the Office.

The Members, Staff Members and Research Fellows of the Society will miss him very much. They express their heartfelt condolence and share their grief with all the members of the bereaved family and pay homage to his memory. May his soul rest in eternal peace.

Place: Kolkata
Date: 1st December 2025

THE ASIATIC SOCIETY Kolkata

1 Park Street, Kolkata-700 016 | Phone : 2229-0779, 2229-7251, 2249-7250, 2217-0143
Website : www.asiaticsocietykolkata.org | e-mail : asiaticsociety-ask@asiaticsocietykolkata.nic.in

A Brief Sketch of Manuscript Studies in India with Special Reference to The Asiatic Society

Tapati Mukhopadhyay
Former Director, Culture & Cultural Relations, and Adhyaksha, Rabindra-Bhavana, Visva-Bharati

Creativity as an integral component of human psyche had propelled primitive man to vent his feelings through drawings and sketches, etched on caves, hillocks, birch papers and such other items with whatever materials they could lay their hands on. With progress of civilization, our ancestors felt an urge to share their experience about the mystery of the planet earth, galaxy and other marvels of nature with their fellow mates. Script or *Lipi* was the outcome of such an endeavour. It is an accepted fact that at the earliest stage of Indian civilization, the medium of communication was mainly oral, as was exemplified by the Vedic seers in the connotation *śruti*. Taking into consideration the assertion of Professor Max Müller and other scholars who categorically denied existence of scripts before *Pāṇini* of 4th century B. C. - "I maintain that there is not a single word in *Pāṇini* which presupposes the existence of writing" and Rhys Davids - "it was from the Greeks that they acquired, if not their earliest alphabet, at least, the knowledge of the utility of writing." There are European scholars who firmly negated this biased opinion. Lassen considered Indian alphabet indigenous, while Edward Thomas (1866) considered that it must have been the invention of Dravidians of South India. Cunningham believed that Indian script developed from a pictograph of ancient India and this theory was supported by Dowson. On the other hand, Yazdani discovered one thirty-one different markings on the pre-historic pottery, dug out in Nalgonda district, some of which are identical with *Brāhmī* script. From these evidences, we can conclude that Indian alphabet evolved indigenously and not from a foreign source.

As a matter of fact, the ancient Vedic texts, though designated as, - *Śrutis*, -evince existence of scripts in a veiled form through *saṃhitāpāṭha* and *padapāṭha*.

The mention of Pankti, Dvipada and Tripada indicates that there was a written text before the seers. The *smṛiti* texts were more emphatic about written text. It has been categorically stated in *Nāradasmṛiti* (Jolly ed. 1/70)-

Nākariṣyad yadi sraṣṭā likhitaṃ cukṣaruttamam /
Tatreyamasya lokasya nābhaviṣyat śubhā gatiḥ //

"Had not Brahma created writing, the best vision, then this speaking trend of the world would not have been there." In the Dharmaśāstras, written document (lekhya) has been given much credence. The *Aṣṭādhāyī* of *Pāṇini* mentions *Lipi*. i.e. written document. In the *Arthaśāstra* of Kautilya(1/19/6), 'Patrasaṃpreṣaṇa' or attending to correspondence has been described as a daily duty of the

king. The Buddhist text *Lalitavistara* mentions 64 scripts. It appears therefore that script or *Lipi* was prevalent since the earliest phase of Indian civilization. These scripts presuppose the existence of Manuscript(pũnthi, puthipustikā) as Manuscript record these early-written documents. Etymologically meaning 'written material', Manuscript is a combination of two words--the Latin word 'scriptum', being derived from the Latin root 'schibere', meaning initially to 'scratch' and finally to 'write' and the Latin word 'Manus' means 'hand'. Thus Manuscriptology stands for "a scientific study of a handwritten text, preserved throughout the ages."

In this context, a passing reference to Paleography will be befitting. Paleography is a study of ancient writing system and deciphering and dating of historical manuscripts. This system deals with the forms and processes of writing and is not much concerned about the textual content of documents. The focus of Manuscriptology, Epigraphy and Paleography are different in the sense that while Manuscriptology and Epigraphy are more concerned with the content, nature of the text and its historical and cultural significance, Paleography delves deep into the varied aspects, related to the art of writing. However, all these three are intertwined because of their interest in unravelling the hitherto unexplored corridors of ancient Indian wisdom in their own way. India has indeed a rich conglomeration of several manuscripts, exhibiting diversity in terms of Paleography.

It is an accepted fact that existence of manuscript is doubtful in Indian sacred literature, though there are references to writing materials. In the Jain canonical text *Samavayanga Sutra*, we come across the term 'Puthiya' (11/11/429). Hiuen Tsang copied 657 Sanskrit books in all and twenty scribes worked for him at Kashmir Palace Library. I-tsing in Nalanda (657-685) collected four hundred texts, consisting of five lakh verses. All these presuppose existence of manuscripts in earlier era.

Indian Knowledge System was transformed into written records in the form of manuscripts to serve as a permanent guide to the orally-transmitted knowledge. The repertoire of Indic knowledge, recorded in manuscripts, some of which are fragile, amounted to be enormous, requiring classification into specific subjects. In this way, hundreds of manuscripts were available to the younger generations as written documents.

The manuscript tradition in India shows that while the ravages of time and other causes destroyed the majority of autographs or their immediate copies, or even early descendants, their later copies which have survived, present to us texts in a mutilated or fragile condition. In some cases, we have adaptations of the lost texts, the most classical example being that of Gunadhya's *Brihatkatha*, though lost, but preserved in two independent Sanskrit adaptations by Kshemendra and Somadeva. Information about some of the lost texts is communicated to us through the following sources: 1) Translation 2) References by title in extant Manuscripts 3) Citations or quotations and 4) Commentaries.

These Manuscripts were preserved mostly under royal patronage in courts, handled by elitist Sanskrit scholars and hardly accessible to the general public. Some are kept in temples or private possession, but their purport and

significance is hardly known to common people.

In medieval period, Firoz Shah Tughlaq (14th century), who had shifted Asokan pillars from Meerut and other places to Delhi, invited scholars to read the writings on it. But they could not decipher them. A second attempt by Akbar (16th century) was made which did not succeed. Finally James Prinsep deciphered them during British regime.

With the emergence of British as a formidable power in India after the Battle of Plassey (1757) and subsequent establishment of the The Asiatic Society in 1784 by Sir William Jones, the manuscript collection and studies in India gained a new momentum. The Asiatic Society played a pivotal role in the revival of interest about manuscript collection and studies among both the Indian and British intelligentsia with an aim to delve deep into the treasures of knowledge of the Orient, so long dumped as dark and hardly explored. British administrators, imperialists they might be, realised that to implement good governance in this vast Indian subcontinent, a thorough expertise about Indian Knowledge System is essential and it was The Asiatic Society, which took upon itself the cudgel of imparting knowledge about Indian treasure texts. A few instances of British involvement in collection and cataloguing of ancient Indian manuscripts may be mentioned in this context. .

In a note with reference to a letter from Pandit Radhakrishna, Chief Pandit of the Lahore Durbar to His Excellency, The Viceroy and Governor General of India, dated the 10th May, 1868, where he suggested compilation of a catalogue of all Sanskrit manuscripts, preserved in the libraries of India and Europe, Whitney Stokes, Secretary to the Council of the Governor General for making Laws and Regulations, dated Simla, the 4th August, 1868, forwarded the following observation :

"...anything which His Excellency may order for the furtherance of learning - that is, as I understand the Pandit of Sanskrit learning —will be greatly appreciated by Native and European scholars, ... it (catalogue); could be only satisfactorily produced in Europe, or at all event by a European scholar, capable of understanding the catalogues, which European Sanskritists have already published in the Latin, German and their tongues, and the extensive literature, in at least four European languages, which directly or indirectly treat Sanskrit manuscripts."

However a racist attitude was also apparent from the next part of the statement -

"I know of no Native scholar, possessed of the requisite learning, accuracy and persistent energy."

He considered Europe befitting place for Indian Manuscript studies-

Under these circumstances, the work done, if at all, should be done in England, and like Max Müller's edition of the *Ṛgveda*, under the patronage of the Secretary of State:

He suggested the following steps for procurement and dissemination of manuscript studies -

"1)We should print uniformly all procurable unprinted lists of the Sanskrit manuscripts in Indian libraries, Nepal, Central India, Rajputana, Travancore and the other independent states of Southern India.

2) We should institute searches for manuscripts.

3) We should proceed to copy those which are unique or otherwise desirable, but which the possessors refuse to part with... . We should regard as of primary importance manuscripts of the *Vedās* and *Vedāṇga*s and of their commentaries, law books, grammars especially those relating to the system of Pāṇini, vocabularies and philosophical treatises. To Europe, we should send everything obtained in working out the scheme - original manuscripts, copies, extracts; for in Europe alone are the true principles of criticism and philology understood and applied and fifty years hence, in Europe alone, will any intelligent interest be felt in Sanskrit literature. "

Despite his apathy towards Indian scholarship, he was keen to promote manuscript studies through financial assistance too -

"I would increase the grant made to the Asiatic Society at Calcutta for the publication of this Bibliotheca Indica."

R. Griffith, Principal, Benares College furnished a list, showing a list of Sanskrit Manuscripts purchased -

1)*Ṛgveda*, 2)Sāṅgadhara with Ṭīkā (on medicine) 3)*Tantravārtika*, 4) *Bhedādhikara* (Vedanta philosophy, a text by *Nṛsiṁhavarmā)*, 5) *Sāṁkhyānaśrautasūtra* 6) *Vivādabhaṅgārṇava* 7)*Vivādaratnākara* by *Chaṇḍeśvara* 8) *Manubhāṣya* by Medhāṭithi 9)*Kāśika* grammar 10) *Śrimadbhāgabatatātparyadīpik*ā with a commentary by Sridharamisra. It is interesting to note that details of the manuscripts had been arranged in a tabular form, stating name of the manuscript, subject, leaves, lines, verses along with remarks. We come across statements, showing salary of Sanskrit pandits who were in charge of collecting manuscripts :

`Salary of Pandit Ramnath, agent for collecting Sanskrit Manuscripts Rs. 765.'

It is also an accepted fact that many European scholars, associated with The Asiatic Society devoted themselves to manuscript collection and studies viz. Roer, Hodgson, Choros De Croma, to name a few.

The point which should never be lost sight of in this context is that The Asiatic Society had a pioneering role in collecting, cataloguing, editing and publishing Manuscripts, steered by Rajendralal Mitra, a young scholar with erudition in several branches of learning. Rajendralala Mitra, the first Indian President of The Asiatic Society joined this institution in 1846 as Librarian and this was a landmark event in the history of Manuscriptology in India. It was before his curious eyes and inquisitive mind that numerous Manuscripts, preserved in the library of The Asiatic Society unfurled themselves before him and he was wise enough to make optimum utilisation of them. Taking into cognizance his research acumen, he was assigned the task of recovering the old Indian Manuscripts with a grant of Rs. 24000/ by British Government. He collected the manuscripts, preserved in The Asiatic Society and other places, made systematic catalogues of them assisted by Sanskritist Pandits. He edited a total 83 fascicules of manuscripts, published under *Bibliotheca Indica* Series of The Asiatic Society. They include:

Taittirīyacandrodaya, (1854), *Taittirīya Brāhmaṇa*(1859), *Taittirīya Āryaṇaka*(1871) *Aṣṭasāhaśrikā Prajñāpāramitā*, to name a few.

In framing principles of cataloguing,

Rajendralal made significant contribution. In stead of tabular catalogue, containing simply the name and accession of manuscripts, Rajendralal suggested mention of content and category of specialisation of the manuscripts. His opinion was recorded in the Proceedings of The Asiatic society, May 1869-

"A catalogue prepared according to the views of The Asiatic Society would not only indicate the subject and scope of every valuable book, but would also contain extract of the most curious or important passages in it, besides notices of various topics, connected with the work itself, with the history of its author, or that of the sovereign under whose reign he lived, and with the manner and opinions, prevalent at the period when he wrote.''

Rajendralal published catalogues of several Manuscripts under *Bibliotheca Indica* Series of The Asiatic Society -

1)Notices of Sanskrit Manuscripts in ten volumes (1872-1890)

2) The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882)

3) Bibliotheca Indica Series (1854-1892)

4)A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of The Asiatic Society of Bengal (1877)

He was deputed by British Government to collect and make catalogues of manuscripts preserved in the courts of Maharaja of Bikaner and those kept in the royal court of Oudh. The outcome of these painstaking researches appeared in the form of following books -

1) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of His Highness The Maharaja of Bikaner (1880) and 2) List of Sanskrit Manuscripts Discovered in Oudh during the year 1876 (ed. 1878).

The role of Rajendralal and his mentor The Asiatic Society in promoting Manuscript Studies in India will be evident from a report, submitted by Rajendralal to J. Waterhouse, Secretary to The Asiatic Society of Bengal, dated Calcutta, 15th February, 1875. In the report, he categorically mentioned his objective -

"1st- to enquire and collect information regarding rare and valuable Manuscripts 2nd- to compile lists thereof, 3rd- to print all procurable unprinted lists of such codices with brief notices of their contents, 4th- to purchase, or secure copies of such of them as are rare or otherwise desirable." He also stated that he visited several places, several 'tols' (Sanskrit teaching centres), private collections and Benares on three occasions to enquire about Manuscripts and purchase them, if suitable. He also explored Dhaka, Nadia, Bardhaman, Hoogly and 24 Parganas. He searched private collections of Raja Jatindramohan Tagore, Raja Radhakanta Deb, Ramkomal Sen, Raja Pitambar Mitra and others. He finally asserted: "...the manuscripts, now extant, do not show any sign of dishonest fabrication."

What Rajendralal started as a pioneer in the area of manuscript studies in India, found its exemplification in Haraprasad Sastri (1853-1931). His association with The Asiatic Society was significant for two reasons - first, inspired by Mitra, Haraprasad took special interest in Manuscripts which resulted in preparing ten thousand Manuscripts of The Asiatic Society and also in discovering hitherto untraced earliest specimen of Bangla literature, which he discovered from a library in Nepal. Secondly, The Asiatic Society was benefited through Haraprasad Sastri's collection of Sanskrit Manuscripts

and final publication of that catalogue. His discovery of ancient Bangla manuscript guided him to frame a revised history of Bengal. He was a major historiographer who could throw new light on the history of Bengal.

Haraprasad was Honorary Philological Secretary of The Asiatic Society.

He completed the unfinished work of Rajendralal and in 1890 was published 10th volume of "Notices of Sanskrit Manuscripts." In 1909, was published "A report on a tour in western India in search of manuscript of Bardic Chronicle" under the banner of The Asiatic Society. In 1913, was published a preliminary report on the operation in the search of manuscripts.

In 1910, Haraprasad was elected as a Fellow of The Asiatic Society and finally he became the President of The Asiatic Society in 1919-1923.

Indisputably there are many others who contributed to the development of Manuscript Studies in India. But both Rajendralal and Haraprasad may be considered as luminaries along with their guiding institution The Asiatic Society.

In this context, the manuscript repository of The Asiatic Society deserves a special mention. At present, The Asiatic Society has 49, 616 Manuscripts, consisting of Indian Museum Collection, Government Collection, Asiatic Society Collection and Manuscripts in regional languages of India like Tibetan, Ceylonese and many others. A few treasured Manuscripts may be mentioned-

1. The Manuscript of *Ṛgveda Padapāṭha*, copied in 1362 AD is perhaps the oldest Manuscript of the *Ṛgveda*. It is a treasured possession of the Asiatic Society.

2. *Kubjikāmatam* -A Tantra Text, though incomplete.

3. *Abhidhānottara* /A work of Buddhist Tantra, copied from an original.

4. *Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā* - A Buddhist text in Newari script of 1148 A D.

5. Ā'*in-i-Akbari* /18 th century AD.

6. *Farhang I Aurang Shahi - A Naturalistic Encyclopaedia* of India by Hidayetullah Mohammad *Munshi Al Qurayshi*. A complete Manuscript which described flora and fauna of the-then India.

7. *Vivādārṇavasetu* composed by eleven Pandits. The Manuscript is bound in a book form and collected from Fort William College. It is a digest of Hindu law, compiled by eleven Pandits from various parts of Bengal, employed by Warren Hastings.

Another pertinent point which deserves mention here is that in tune with the path, exhibited by National Manuscript Mission of disseminating knowledge about Manuscripts which embody Indian Knowledge System, The Asiatic Society has taken up various measures. A good number of Manuscripts has already been scanned and will be accessible to the readers shortly. Recently the Society has been designated as a Cluster Centre under the Gyan Bharat Mission of Government of India.

Another luminous personality, dedicated to collection of Manuscripts in 19th century Bengal was Rabindranath, the first Nobel Laureate of Asia. An avid admirer of Indian culture and tradition, he could realise that to interpret and cultivate Indian Knowledge System, Manuscripts are invaluable sources. So he used to collect manuscripts from different places which he visited both in India and abroad and nurtured them in Visva- Bharati, his cherished institution. In 1902, Hori San, a

Japanese student came to study Sanskrit in the school, established by Tagore, which was at that time in a nascent stage. He donated several Manuscripts to Bangiya Sahitya Parishad. Lipika manuscriptorium in Visva-Bharati till date preserves and boasts of its rich collection of Manuscripts.

We may conclude this article with Haraprasad Sastri's address in 1919 at The Asiatic Society, which speaks for itself –

"Oriental study is one of the great platforms in which East and West meet with mutual admiration and mutual sympathy. The east is proud of the results of the Oriental studies because they belong to the east, the west is proud because they have given a new significance to these studies and their results. The west is grateful to the east for revealing a great civilization that has passed away and in which they find so much to study and to reflect and the east is grateful that they have got a new light from their old things. I wish this enthusiasm to last long and bring about the desired end."

References

Centenary Review of The Asiatic Society. 1784-1884. Kolkata: The Asiatic Society, 1986.

Karunasindhu Das, Ratna Basu eds. *Aspects of Manuscriptology*. Kolkata: The Asiatic Society, 2016.

Pandit Gaurishankar Hirachand Ojha, *The Paleography of India*, New Delhi:

Archibald Edward Gough, *Papers Relating to the Collection Preservation of the Records of Ancient Sanskrit Literature in India*, Calcutta, 1878.

Tapati Mukherjee, Syamal Chakraborty eds. *Rajendralal Mitra, Sardha Satabarshik Smaran*, Kolkata: The Asiatic Society, 2023.

Alphabetical Author-Wise Index to the List of Articles Published/Printed in the Journals of The Asiatic Society during the First 10 Years since 1984, the Year in which The Asiatic Society was declared as An Institution of National Importance by An Act of Parliament

SECTION ONE

We have already in our grip the three parts of Volume One of the *Index to the Publications of The Asiatic Society* compiled by Sibadas Chaudhuri, which cover all the publications including articles published in the Journals upto the period of bicentenary of the Society.

An attempt has been made here to present before the interested readers the Alphabetical Author-wise Index to the list of articles Published/Printed in the Journals of The Asiatic Society during the first 10 years since 1984, the Year in which The Asiatic Society was declared as An Institution of National Importance by an Act of Parliament, that means during 1984 - 1993. In this way four issues (Sections) would be published where the articles printed in the Journals upto 2023 would be included. Then *Index to the Publications of The Asiatic Society, Vol. I, Part IV* may be processed with the inclusion of other publications along with the articles of these sections.

It may be mentioned here that some articles were printed in the Journals with full diacritical marks, some were partial diacritical marks and most of the articles were without any diacritical mark. So, to avoid these discrepancies and also keeping in mind the problem of following diacritical marks by the general readers we avoided here the diacritical marks throughout the process of preparation of this Index.

In spite of our best efforts, there may be some escapes. If these are brought to our notice those will be included in the next edition.

Thanks are due to all who assisted me in publication of this Section.

Now the List of Articles

Abraham, George

Apollonius' Theorem for Stationary Points.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 50-54.

Alladin, Saleh Mohammed

The Dynamics of Interacting Galaxies.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 58-61.

Athar, Ali

A Study of the Fort of Daulatabad.
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 30-37.

An Analytical Study of the Tarikh-i-Gujarat.
JAS , Vol. XXXIV, Nos. 3-4, 1992, pp. 128-134.

Bagchi, Asoke K.

The Animals and their Exploration of Drugs from Forests (Ethnobotany and Ethnic Medicine)
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 43-46.

The Mystery of Jatinga Bird Suicide.
JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 32-37.

Bala (Banerjee), Krishna

Kant and Heidegger : The Concept of Temporality.
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 47-51.

Baliga, B. B.

Professor Meghnad Saha and the Development of Nuclear Physics in India.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 62-70.

Bandyopadhyay, Amalendu

Astronomical Works of Samanta Chandrasekhar.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 7-12.

Contribution of Professor M. N. Saha to the Development of Positional Astronomy in India.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 78-84.

Bandyopadhyay, B.K., S.K. Bandyopadhyay & N. C. Dutta

A study of the Food and Feeding Habit of the Leopard Pomphret Scatophagus Argus (Linnaeus) from the Brackish Water Impoundments of Hooghly-Matlah Estuary, Lower Sunderbans, West Bengal.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 52-60.

Studies of the Length-Weight Relationship and Condition Factor of Scatophagus (Linnaeus) from the Brackish Water Impoundments of Hooghly-Matlah Estuary.
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 15-23.

Bandyopadhyay, Pratap
The Message of National Integration in Classical Sanskrit Literature.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 108-118.

Bandyopadhyay, S. K.
See Bandyopadhyay, B. K., S. K. Bandyopadhyay and N. C. Dutta.

Bandyopadhyay, Shoran
See Dev. Sutapa, Shoran Bandyopadhyay & N. C. Dutta.

Bandyopadhyay, Sm. Santi
Vedic Culture as Reflected in the Satapatha Brahmana.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 59-70.

Banerjee (Banerji), Manabendu
A Note on the Gaurangacandrodaya.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 113-120.

On Some Copyists of Sanskrit Manuscripts.
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 1-14.

Banerjee, Satya Ranjan
Semantic Analysis of the Perfect Imperative in Homer.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 35-46.

Banik, S. & S. Debbarman
New Reports of the Planktonic Rotifers (The Genus Brachionus) from Freshwater Fishponds of Tripura.
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 22-29.

Basu, D.
Meghnad Saha : The Legendary Astrophysicist.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 41-45.

Basu, Sankari Prasad
India's Cultural and Spiritual Heritage.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 1-6.

Beck, Guy Leon
The Narada-Pancaratra and its Appearance in Sri Rupa Goswami's Sri Bhakti Rasamrita Sindhu.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 1-9.

Bhaduri, Nrisinha Prasad

A New Commentary — Gunavati and Act V of the Prabodhacandrodaya.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 110-116.

Bhagia, Indra G.

A Coin of the Gaekwad Dynasty.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 4-7.

Bhatnagar, Arvind

Recent Advancements in Solar Physics.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 52-57.

Bhattacharji, Sukumari

Banabhatta — A Re-appraisal of some Values.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 59-69.

Bhattacharya, Amitava

A Note on King Mahendrapala of the Jagajjibanpur Copper Plate Inscription.
JAS, Vol. XXIX, No. 4, 1987, pp. 102-103. (Communication).

Bhattacharya, Bhabani Prasad

Relevance of Sanskrit Studies in Modern India with Special Reference to Cultural Studies.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 125-128.

Bhattacharya, Bibhuti Bhushan

A Discussion about some Discrepant or Obscure Formulae in the Mathematics: European and Indian.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 161-171.

Bhattacharya, D. C.

More Light on the Yun-Kang (Shensi, China) Icon.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. one-four. (Communication).

Bhattacharya, D. K.

Is Prehistory Dead in India?
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 52-73.

Bhattacharya (Bhattacharyya), Dhiresh

Vivekananda on Religion : Some Aspects of his Chicago Addresses.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 7-10.

Bhattacharya, Dipak

On the Decline of Sanskrit Education Systems.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 129-139.

Bhattacharya (Bhattacharyya), Gopikamohan

Gangesa on Kevalanvayi Inference.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 12-30.

Bhattacharya (Bhattacharyya), J. C.

Saha Equation : Its Impact on Astrophysics.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 46-51.

Bhattacharya, M.

Basudih : An Acheulian Site in West Bengal.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 86-89. (Communication).

Bhattacharya (Bhattacharyya), Minoti

Divorce and Indian Women — A Socio-Economic Analysis of the Problem.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 27-38.

Bhattacharya, P. K.

Vishnu Image Inscription from Rajshahi (Bangladesh).
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 8-10.

Bhattacharya, Ramkrishna

Was Krisnamisra a Man of Rarha?
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 97-107.

Bhattacharya, Shivjivan

Being in In Aristotle and Navyanyaya.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 101-112.

Bhowmick, P. K.

Social Organisation of the Chenchus.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 35-78.

World of the Supernaturals : Manifestation & Celebration.
JAS, Vol. XXIX, No. 4, 1987, pp. 32-101.

Billorey, R. K.

Migration and Trade in the North-East Frontier of India — The Membas of Arunachal.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 56-68.

Biswas, U. N.

Coal and Indigo Interests of Tagores.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 54-62.

Bose, Mandakranta

In Quest of a Neglected Sanskrit Work on Classical Indian Dancing : Nartananirnaya.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 89-100. (Communication).

Brockington, J. L.
Textual Studies in Valmiki's Ramayana.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 14-24.

Chaki, M. C.
On an Attempt in India to prove Euclid's Fifth Postulate.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 119-127.

Chakrabarti, Jayanta
Relevance of Sanskrit in the Study of Technique and Treatment of Indian Painting.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 119-125.

Chakraborti, Arindam
Understanding Falsehoods : A Note on the Nyaya Concept of Yogyata.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 10-11.

Chakraborty, B.
A Study of Ancient Links between Some Indian, Polynesian and Amerindian Cultures.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 15-20.

Chakraborti, Biplab
Existentialism in Bengali Literature.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 140-148.

Chakraborty (see also Chakravarti), Ranabir & Suchanda Dutta Majumdar
An Ancient Gymnasium at Bandhogarh.
JAS, Vol. XXXIV, Nos. 1-2, 1992, pp. 97-104. (Communication).

Chakraborty, (see also Chakravorty), Uma
Sanskrit Dramaturgy and Kalidasa.
JAS, Vol. XXXIV, Nos. 1-2, 1992, pp. 8-18.

Chakravarti, Ranabir
A Note on Dipotsava (=Diwali).
JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 107-110. (Communication).

Chakravarty, A. K.
Astronomical and Calendrical Evidence in early Indian Inscriptions.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 18-30.

East India Company's Contributions to Promotion of Science Education.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 72-80.

Chakravarty, Satyanarayan
On Appaya Diksita's Reference to a Kavyaloka.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 95-100.

CHAKRAVORTY, UMA

The Divine Doctors Asvins and the Soma-drink.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 30-38.

CHANDRA, LOKESH

Borobudur as a Monument of Esoteric Buddhism.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 22-77.

Cultural Contacts of Indonesia and Sri Lanka in the Eighth Century and their Bearing on the Barabudur.
JAS, Vol. XXVIII, No.1, 1986, pp. 38-55.

The Structure of the Garbhadhatu Mandala.
JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 51-62.

CHATTERJEE, SANTIMAY & JYOTIRMOY GUPTA

M. N. Saha : National Planning Committee.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 91-94.

CHATTERJEE SASTRI, ASOKE

A Conspectus — Haridasa Siddhantavagisa as an Annalist Dramaturge.
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 1-7.

Modern Sanskrit Poems — Traditionalism vis-a-vis Innovations.
JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 24-31.

CHATTOPADHYAY, ALAKA

Tibetan Chronological Tables and Indian History.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 18-29.

CHATTOPADHYAY, MADHUMITA

On Human Existence : An Existentialist Approach.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 93-100.

CHAUDHURI, AJANA

The Proto-Siva Seal from Mohenjo-Daro — A New Interpretation.
JAS, Vol. XXXIV, Nos. 1-2, 1992, pp. 19-32.

CHAUDHURI, MANOTOSH CH.

The Origins of Saivism and the Emergence of the Trika System.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 1-14.

CHONDAR, S. L.

Biology of Fishes III. Length-Weight Relationship of Chanos Chanos (Pisces: Chanidae).
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 77-83.

Biology of Fishes IV. Length-Weight Relationship and Condition Index of Ctenopharyngodon Idella (Pisces : Cyprinidae).
JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 1-24.

Biology of Fishes V. The Length-Weight Relationship and Condition Index of Osteobrama Belangeri (Pisces : Cyprinidae).
JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 25-34.

Biology of Fishes VI. Length-Weight Relationship and Condition Index of Hypophthalmichthys Molitrix (Pisces : Cyprinidae).
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 55-63.

Biology of Fishes VII. Length-Weight Relationship and Condition Index of Mystus Tengra (Pisces : Bagridae).
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 64-72.

Biology of Fishes VIII. Length-Weight Relationship and Condition Index of Thynnicthys Sandkhol (Pisces : Cyprinidae).
JAS, Vol. XXXIV, Nos. 1-2, 1992, pp. 1-7.

Blood Grouping in Raciation of Gudusia Chapra (Pisces : Clupeidae).
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 173-175. (Communication).

Raciation of Gudusia Chapra between Ganga River and Keetham Reservoir by Osteological Characters.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 16-22.

Chunder, Pratap Chandra

Vivekananda on Religion : Some Aspects of his Chicago Addresses.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 11-13.

Dandekar, R. N.

Some Aspects of Sanskrit Research in the West.
JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 18-30.

Das, Karunasindhu

On Some Idioms in the Naisadhiya-Carita.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 85-94.

Dasgupta R. K.

The Asiatic Society's Asian Task.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 89-98.

Dash, Kailash Chandra

Narasimha Cult at the Shrine of Purusottama-Jagannatha.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 29-39.

Nila Madhava and Gala Madhava : A Study of a Legendary Tradition on the Early Phase of the Jagannatha Cult.
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 1-2, 1991, pp. 87-98.

Debbarman, S.

See Banik, S. & S. Debbarman.

Debnath, Debashis

Changing Religion of the Santal.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 39-55.

Dev, Sutapa, Shoran Bandyopadhyay & N. C. Dutta

Olfactory Apparatus of a Marine Sciaenid Nibea Soldado (Lacepede).
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 1-2, 1991, pp. 78-86.

Dutta, Indrani

On the Treatment of Y in Old Indo-Aryan.
JAS, Vol. XXXI, Nos.1-2, 1989, pp. 61-67.

Dutta, N. C.

See Bandyopadhyay, B. K., S. K. Bandyopadhyay & N. C. Dutta.
See Dev, Sutapa, Shoran Bandyopadhyay & N. C. Dutta.

Dutta Majumdar, Suchanda

See Chakraborty, Ranabir & Suchanda Dutta Majumdar.

Dwivedi, R. C.

Concept of the Sastra.
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 51-66.

Eimer, Helmut

Life and Activities of Atisa Dipankarasrijnana : A Survey of Investigations Undertaken.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 3-12.

Gafurova, N. B.

Influence of Sufi Concept of 'Love' on Bhakti Poetry.
JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 38-42.

Ganguli, Kalyan Kumar

Laksmi Deity of the Lotus Bloom.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 86-88. (Communication).

Rabindranath and the Nineteenth Century Perspective.
JAS, Vol. XXIX, No. 4, 1987, pp. 8-31.

Ghildial-Sharma, Vineet & Ramesh C. Sharma

Classification of Animals in Ancient India.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 45-55.

Ghosal, S. N.

A Word of Doubtful Meaning in the Asokan Edicts.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 19-26.

A Recently Noticed Inscription of the time of Gondophares.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 30-34.

Mathura Image Inscription of Vasudeva of the year 80.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984. pp. 10-15.

Mathura Stone Inscription of the time of Sodasa.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 23-25.

On Some Instances of Epenthesis in Prakrit.
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 94-96.

On the Interpretation of an Inscription found upon a Clay Pestle.
JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 17-21.

Sarnath Buddhist Image Inscription of Kaniska I— year 3.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 5-9.

Takhtibahi Stone Inscription and Gondophares year — 103.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 142-146. (Communication).

Taxila Silver Scroll Inscription of a Kushana King — year 136.
JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 69-76.

The Birth of Mankhaliputta Gosala.
JAS, Vol. XXVI, Nos, 1-4, 1984, pp. 1-4.

The Genitive Plural Suffix of the Numerical Bases in Prakrit.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 147-152. (Communication).

The Tiny Inscription upon a Seal-Matrix of Atapana.
JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 22-24.

Goswami, Kunja Gobinda

Saivism in Saka-Kushana period.
JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 45-57.

Gupta, Jyotirmoy

See Chatterjee, Santimay & Jyotirmoy Gupta

Gupta, R. C.

Volume of a Sphere in Ancient Indian Mathematics.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 128-140.

Handa, Devendra

Studies in the Minor Scripts of India during the Last Decade.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 40-58.

Hariharan, S.

Declination in Indian Astronomy and the Approach of Kerala Astronomers.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 39-49.

Hodgson, B. H.

On the Native Method of Making the Paper, Denominated in Hindustan, Nipalese.

JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 126-129.

Hughes, Mary Alice

Epic Women : East and West — A Study with special Reference to the Mahabharata and Gaelic Heroic Literature.

JAS, Vol. XXXIV, Nos. 1-2, 1992, pp. 33-96.

JAS, Vol. XXXIV, Nos. 3-4, 1992, pp. 1-106.

Iyer, V. R. Krishna

The Jurisprudence of the Preamble to the Constitution of India.

JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 74-82.

Jha, Parmeshwar

Algebra and Algebraic Equations in Ancient India.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 112-118.

Joshi, Rasik Vihari

The Date of Laugaksi Bhaskara Sarma.

JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 58-62.

Kamal, Rajiv & Satrughna Sharan Sinha

The Khadira Plant : Its Utility in the Ancient Indian Economic Life.

JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 79-82.

Kantawala, S. G.

Puranas and Dharmasastra : Some Observations on Inter-influence.

JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 86-92.

Kar, Minati

The Three Planes of Consciousness.

JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 31-37.

Khan, M. S.

Indo-Arab Cultural Relations during the Last Two Decades : A Re-examination.

JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 37-48.

Teaching of Mathematics and Astronomy in Educational Institutions of Medieval India.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 144-155.

Kothari, D. S.

Meghnad Saha.

JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 11-26.

Krishan, Y.

Karma Bhumi.

JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 24-28.

Lal, R. S.

Jagadguru Sankaracarya Swami Sree Bharati Krisna Teerthajee Maharaj and his Novel Methods of Solving Simple Equations.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 172-181.

Levitt (Levill), Stephen Hillyer

Indic Manuscripts at the Annenberg Research Institute.

JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 1-17.

Some Yantras from Srilanka.

JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 67-89.

Mair, Victor H.

India and China : Observations on Cultural Borrowing.

JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 61-94.

Majumdar, Abhijit

Some Phonological Observations on Pali Cardinals.

JAS, Vol. XXXIV, Nos. 3-4, 1992, pp. 107-118.

Majumdar, Pradip Kumar

Bhaskaracarya II and the transformation of Sum and Difference into Product.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 141-143.

Mandal (Mondal), Balaram

A Manuscript of the Unpublished Text of Govinda Chakravartin's Samasavada.

JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 62-84.

Gunaratnamala, a manuscript of Manirama Misra.

JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 94-96. (Communication).

Tattvatraya, an unpublished Manuscript of Narayana Muni.

JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 73-85.

Mandal, Tara Pada

The Worship of Laksmi as a Goddess of Learning and Wisdom.

JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 21-26.

Manna, Samita

Some Aspects of Religion in a Small Town — Data from Mahishadal.

JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 25-36.

Marshall, P. J.

The Founding Fathers of the Asiatic Society.

JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 63-77.

Matilal, Bimal Krishna

Modern Researches and Research Institutions.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 1-8.

On the Theory of Number and Paryapti in Navyanyaya.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 13-21.

Pandit Madhusudan Nyayacharya and Navya Nyaya Studies.
JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 1-2.

Mazumdar, A. K.

A Note on Some Aspects of Bengali Grammar.
JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 38-101.

Mazumdar, Amiya Kumar

Society, Social Change and Vivekananda.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 14-22.

Mukherjee (Mukherji), Abhijit

European Jones and Asiatic Pandits.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 43-58.

Mukherjee (Mukherji), B. N.

A Dated Gandhara Sculpture of the year 400.
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 87-89. (Communication).

A Kharoshti-Brahmi Seal-Matrix from Oc-E'o (S.E. Asia).
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 99-102. (Communication).

A Note on a Recently Noticed Inscription of the time of Gondophares (I).
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 11-12. (Communication).

A Painted Representation of Skanda at Tun-Huang (Kansu, China).
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 3-4. (Communication).

A Sealing in the Lopburi Museum (Thailand).
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 85-86. (Communication).

A Seal-Matrix of Atapana.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 9-10. (Communication).

A Variety of Gold Coinage of Samatata
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 5-8. (Communication).

An Aramaic Inscription from Kashmir.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 92-94. (Communication).

An Enigmatic Kharoshti Inscription.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 16-18. (Communication).

An Inscribed Pestle.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 133-135. (Communication).

An Interesting Gold Coin.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 140-141. (Communication).

An Interesting Icon in a Cave at Yun-kang (Shensi, China).
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 19-20. (Communication).

Half Unit Pieces of the First Series of the Coinage of Harikela.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 135-139. (Communication).

Kharoshti Inscriptions from Chunar (U. P.).
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 103-108. (Communication).

New Light on the Kanishka Era.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 68-71.

Parnaka, an Achaemenid Official (Kshatrapa) of India.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 82-84. (Communication).

The Asiatic Society and Indian Studies — Nascency and Future of the Relationship.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 80-88.

The Weight of Sultan Mahmud's Indian Dinars.
JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 90-91. (Communication).

Mukherjee, Biswadeb

The Nalagiri Episode : Ajanta Painting and Literary Sources.
JAS, Vol. XXIX, No. 3, 1987, pp. 56-81.

Mukherjee (Mukerji), Karunamoy

Rabindranath Tagore : Some Aspects of his Socio-Economic Thoughts and 'System Approach' in Agriculture.
JAS, Vol. XXIX, No. 4, 1987, pp. 1-7.

Mukherjee, Ramaranjan

Indian Culture : Its Salient Traits.
JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 1-23.

Vivekananda : Synthesis between the East and the West.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 23-27.

Mukhopadhyay, Ashok Kumar

Twin Gifts in Zoroastrian Religion.
JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 74-78.

Mukhopadhyay, Sm. Santipriya

The Miracles of Buddha's Life in Indian Art and Iconography.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 1-10.

Nag, B. R.
Professor M. N. Saha and Current Indian Science.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 71-77.

Ohashi, Yukio
Varahamihira's Orthographic Projection — An interpretation of the Pancasiddhantika XIV. 5-11.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 66-77.

Pant, K. C.
Inaugural Address [To the Seminar on M. N. Saha].
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 27-32.

Prabha, G.
Saktibhadra — Life and Works.
JAS, Vol. XXXIV, Nos. 3-4, 1992, pp. 119-127.

Princep, J.
Examination of Miracles from Ava.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 130-132.

Rahman, Hossainur
Swami Vivekananda, the Supreme Uniter.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 49-51.

Rao, U. R.
Professor Meghnad Saha — A Scientific Phenomenon on the Indian Scene.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 33-40.

Ray, Ajit Nath
Speech of the Chairman of the Afternoon Session of the Seminar (on Swami Vivekananda).
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 52-54.

Ray, Pradyot Kumar
Ramkamal Sen and the Asiatic Society.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 79-107.

Ray, Pranab
Temple Architecture and Art in South-Western Bengal.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 11-18.

Reddy, V. Rami
Indian Dental Anthropology in Retrospect and Prospect.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 5-34.

Roth, Gustav

Importance of Early Inscriptional Records and Buddhist Monuments preserved in the Collections at Calcutta.
JAS, Vol. XXVII, No. 3, 1985, pp. 1-4.

Roy, Mira

Astronomy and Alchemy in India — A correlated Study.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 156-160.

(Roy) Acharyya, Suchitra

An Emendation in the Text of a Verse in the Ravanavaha.
JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 22-24 (Communication).

Desi Vocables in the Ravanavaha.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 39-46.

Some Prakrit Words in Sanskrit.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 56-60.

The Etymological Explanation of Some Difficult Words of the Ravanavaha.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 71-84.

Roychaudhuri, Chandan

Vivekananda's Thoughts on Education.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 55-58.

Sadhukhan, Sanjit Kumar

Pramana-Viniscaya — In India and Tibet.
JAS, Vol. XXXIII, Nos. 1-2, 1991, pp. 66-77.

Saha, Ajit Kumar

Seminar on Astronomy and Mathematics in Ancient and Medieval India — A Dialogue between Traditional Scholars and University trained Scientists: Opening Remarks.
JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 1-6.

Sarkar, H. B.

The Tavur Ekadasa-Rudra : An Unpublished MS from Bali (Indonesia) on the Eleven Rudras.
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 1-50.

Sarkar, Himansu Kumar

The Last Pala Capital.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 25-29.

Sarkar, J. N.

A Phase in Mughal-Assam Relations : Raja Ram Singh's Futile Expedition (1668-71).

JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 29-71.

Sarkar, Jagadish Narayan

New Light on Medieval Indian History from a Study of a few Asiatic Sources.

JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 95-124.

Sarkar, Ramatosh

Astronomical Shortcomings in Ancient Indian Treatises.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 13-17.

Saha and Calendar Reform.

JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 85-90.

Sarma, K. V.

Observational Astronomy in Medieval Kerala.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 31-38.

Satyavati, S. K.

Authorship of 'Paramananda Kavya'.

JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 90-93.

Permeation of Sanskrit among the Vernacular Languages (with special reference to Telugu).

JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 117-124.

Sivabharatam of Kavindra Paramananda as a Historical Kavya.

JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 26-53.

Saundarapandian, S.

Six Laws for Palmleaf Manuscripts.

JAS, Vol. XXXV, No. 1, 1993, pp. 102-106.

Saxena, A. K.

Ornaments in Rajasthan.

JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 35-44.

Saxena, Arvind

Mural Paintings in the Jain Temples of Bundi.

JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 1-3.

Sen, Probal Kumar

Some Problems regarding Udyayananirakarana.

JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 3-9.

Sen, S. N.

Approach of Traditional Scholars and Modern Scientists in the evaluation of the Procedures by half in computing the Sighra and Manda Corrections for Planetary positions.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 55-65.

Meghnad Saha.

JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 1-10.

Sen, Subhadra Kumar

Wulfila and Indo-European Tradition.

JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 121-124.

Sen, Sukumar

Rabindranath Tagore and the Meghaduta.

JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 49-50.

The Seed of the Ramayana Story.

JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 86-94.

Sen, Triguna

Thoughts on Education.

JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 84-85.

Sengupta, Gautam

Situating Unakoti.

JAS, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 70-79.

Sengupta, Sunil

Functional Pattern of Number in Chinese.

JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 1-50.

Sen Sharma, D. B.

Aspects of the Philosophy of Kashmir Section-II.

JAS, Vol. XXXI, Nos. 1-2, 1989, pp. 47-51.

Sharma, P. V.

Medicinal Plants in the Yogasamgraha (Rajamartanda) of Bhoja.

JAS, Vol. XXVIII, No. 1, 1986, pp. 84-109.

Sharma, Ramesh C.

See Ghildial-Sharma, Vineet and Ramesh C. Sharma.

Siddiqui, M. K. A.

The Study of Hindu-Muslim Relations : An Exercise in Methodology.

JAS, Vol. XXXV, No. 3, 1993, pp. 8-21.

Sil, H. C.

A Study of the Perfect Verb-forms in the Prose Portions of the Taittiriya Samhita of the Black Yajurveda School.

JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985, pp. 27-42.

JAS, Vol. XXXII, Nos. 3-4, 1990, pp. 11-54.

JAS, Vol. XXXIII, Nos. 1-2, 1991, pp. 1-65.

JAS, Vol. XXXIII, Nos. 3-4, 1991, pp. 24-61.

Singh, Gopal

National Integration : Some Questions and Answers.

JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 1-7.

Religion — Its Uses and Abuses.

JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 8-16.

Singh, Kirpal

The Contribution of Swami Vivekananda in the Evolution of History and Culture of India.

JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 59-66.

Singh, Navjyoti

Jain Theory of Actual Infinities and Transfinite Numbers.

JAS, Vol. XXX, Nos. 1-4, 1988, pp. 77-111.

Sinha, Satrughna Sharan

See Kamal, Rajiv & Satrughna Sharan Sinha.

Sircar, D. C.

Asiatic Society and Oriental Studies.

JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 78-85.

Inscription of Aulikara Prakashadharman of Dasapura, 512 A.D.

JAS, Vol. XXVI, Nos. 1-4, 1984, pp. 13-15. (Communication).

Som, Sovon

Modern Indian Art : Crisis of Identity.

JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 78-80. (Communication).

Steinkellner, Ernst

On a Newly Identified Manuscript of the Hetubindutika in the Asiatic Society of Bengal.

JAS, Vol. XXVII, No. 4, 1985, pp. 78-83.

Swami, Mumukshananda

Swami Vivekananda in the Eyes of a Theist.

JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 28-34.

Swami, Prabhananda

Swami Vivekananda's Contribution to the Parliament of Religions in Retrospect.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 35-43.

Swami, Purnatmananda

Vivekananda's Vision of Social and Spiritual Values.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 44-48.

Thakur, Upendra

Indian Monk-painters in China.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 1-13.

Rajagriha : A Religious Symphony.
JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 51-73.

Tobdan

Two Eleventh Century Translators from Zanskar.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 81-85.

Namthar Literature in Tibet and India.
JAS, Vol. XXXI, Nos. 3-4, 1989, pp. 95-109.

Tripathi, G. C.

The Ritual of Daily Puja in the Jagannatha Temple of Puri : An Analytical Appraisal.
JAS, Vol. XXIX, No. 2, 1987, pp. 83-93.

Wakankar, Siddharth Yeshwant

Kalaha Kavya in Classical Sanskrit Literature — A Study of Rare and Unpublished Manuscripts.
JAS, Vol. XXIX, No. 1, 1987, pp. 24-28.

Wayman, Alex

Ratnakarasanti's Antarvyaptisamarthana.
JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 31-44.

Report on the Partial Ms Visvalocana.
Jas, Vol. XXXII, Nos. 1-2, 1990, pp. 10-28.

Wezler, A.

A note on Varsaganya and the Yogacarabhumi.
JAS, Vol. XXVII, No. 2, 1985, pp. 1-17.

Author-wise Index to the Articles reprinted in the Journal of The Asiatic Society (JAS) during the first 10 years since 1984, the year in which The Asiatic Society was declared as An Institution of National Importance by an Act of Parliament

Abbott, James

Some Account of the Battle Field of Alexander and Porus.
JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 63-77.

Chatterji, Suniti Kumar

The Name 'Assam-Ahom'.
JAS, Vol. XXVIII, No. 3, 1986, pp. 47-56.

The Word about Igor's Folk.
JAS, Vol. XXVIII, no. 3, 1986, pp. 57-80.

Das, Kavi Raj Shyamal

The Antiquity, Authenticity and Genuineness of the Epic called the Prithi Raj Rasa, and commonly ascribed to Chand Bardai
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 112-172.

Koros, Mr. Alex. Csoma De

Note on the Origin of the Kala-cakra and Adi-Buddha Systems.
JAS, Vol. XXVIII, No. 2, 1986, pp. 108-111.

Low, James

Gleanings in Buddhism; or Translations of Passages from a Siamese Version of a Pali Work, termed in Siamese 'Phra Pat'hom' with Passing Observations on Buddhism and Brahmanism.
JAS, Vol. XXVIII, No. 4, 1986, pp. 78-103.

Saha, M. N.

Annual Address, 1945-46.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 149-166.

Different Methods of Date-recording in Ancient and Medieval India, and the Origin of the Saka Era.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 118-148.

The Problems of Indian Rivers.
JAS, Vol. XXXV, No. 2, 1993, pp. 167-190.

Swami, Vivekananda

Response to Welcome.
JAS, Vol. XXXV, No. 4, 1993, pp. 67-68.

Wilson, H. H.

Analysis of the Puranas : The Brahma Vaivertta Purana.
JAS, Vol. XXVII, No. 1, 1985. pp. i-xx.

Compiled by **Sukhendu Bikash Pal**
Former Publication Officer-in-Charge
The Asiatic Society

স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রথম বাংলা জীবনী

সৃজন দে সরকার
গবেষক, দি এশিয়াটিক সোসাইটি

সময়টা উনিশ শতকের মধ্যভাগ, ১৮৪৯। উইলিয়াম চেম্বার ও রবার্ট চেম্বারের বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী সংকলন গ্রন্থ *Biography: Exemplary and Instructive* থেকে নির্বাচিত মাত্র নয়জনের জীবনী বাংলায় অনুবাদ করলেন বিদ্যাসাগর। প্রকাশিত হল সেই বই *জীবনচরিত* শিরোনামে। সেই তালিকায় শেষ যে জীবনীটি স্থান পেল, সেটি স্যার উইলিয়াম জোন্সের। বেশ বিস্তারিত জীবনীর অনুকৃতি (ট্রান্সক্রিয়েশন) প্রকাশ পেল। বলা যায়, এটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাথমিক স্বনামে প্রকাশিত গ্রন্থও। আর স্যার উইলিয়াম জোন্সের ইংরেজি থেকে অনূদিত এই জীবনীটিকেই এতদিন মান্য প্রথম বাংলা জীবনী হিসাবে মনে করা হয়েছে।

স্যার উইলিয়াম জোন্স।
শিল্পী–ইশা মহম্মদ

তবে, বিদ্যাসাগরের এই বই প্রকাশের বছর চারের মধ্যেই আরেকটি বই প্রকাশ করেন রেভারেন্ড জেমস লঙ সাহেব। তিনি 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'র একজন অন্যতম কর্তাব্যক্তি হিসাবে সেই বই প্রকাশের দায়িত্ব পান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে সমগুরুত্ব দিয়েও বলা যায়, বইটি সমকালের বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার। সেটি ছিল, তৎকালীন সুলভ ও কিছুক্ষেত্রে দুর্লভ হ'তে চলা নানা সংবাদ ও সাময়িকপত্র থেকে নানা প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা ও লেখার সংকলন। এহেন কাজ পূর্বে ইংরেজিতে হলেও, বাংলায় ছিল না— সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করেন লঙ সাহেব, প্রকাশ করেন ১৮৫৩তে, *সংবাদসার* শীর্ষক গ্রন্থে। এতে তিনি স্থান দিয়েছিলেন ১৮১৮ থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নানা ধরনের খবর, জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, ছোট গল্প, নীতিকথা ইত্যাদি। ১৯৮টি পৃষ্ঠায়, মোট চারটি ধাতুখোদাই ছবিসহ চমৎকার বইটি সমকালীন পাঠক, বিশেষ করে স্কুল-পড়ুয়াদের জন্যে বেশ উপযোগী ছিল। যে সকল পত্রিকা থেকে লেখা সংকলিত হয়েছিল সেগুলি হল, *দিগ্‌দর্শন*, *সমাচার দর্পণ*, *সংবাদ প্রভাকর*, *সংবাদ ভাস্কর*, *জ্ঞানোদয়*, *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*, *সম্বাদ চন্দ্রিকা*, *জ্ঞানান্বেষণ*, *সম্বাদ সুধাংশু*, *সম্বাদ কৌমুদী*, *সম্বাদ সাধুরঞ্জন*, *সত্যার্ণব*, *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ*, *বঙ্গদূত*, *সংবাদ রসসাগর*, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, *সুলভ পত্রিকা* এবং *বিবিধার্থ সংগ্রহ*। সচেতন লঙ সাহেব প্রতিটি লেখার শেষে কোনটি কোন পত্রিকা থেকে গ্রহণ করেছেন, সেটি পত্রিকার নাম ও তারিখসহ উল্লেখ করেছিলেন। একেবারেই আজকের সচেতন গবেষকের কাজ তিনি করেছিলেন সেই সময়ে।

সেখানে তিনি মোট ৬৮টি লেখা স্থান দেন, যাতে বেশ কিছু লেখা স্থান পেয়েছিল *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ* পত্রিকা থেকে। ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এই *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ* বা *The Hindu Manual of Literature and Science* নামের পাক্ষিক পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। মোট ১৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট পত্রিকাটি সেই সময়ে ছাপা হ'ত কলকাতার বিখ্যাত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল আট টাকা আর প্রতিটি সংখ্যা আলাদা করে বারো আনা। মোট তিনজন বলিষ্ঠ সম্পাদকের সম্পাদনায় প্রকাশ পেয়েছিল *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ*। তাঁরা হলেন ডাবিলিউ এম উলেস্টন, নবকুমার চক্রবর্তী ও গঙ্গাচরণ সেনগুপ্ত। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই ছিল দ্বিভাষিক, অর্থাৎ এতে ইংরেজি ও বাংলা লেখা একাধারে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি প্রথম থেকেই জানিয়েছিল, তাদের প্রকাশিতব্য বিষয় মূলত তিনটি। সেগুলো ছিল— ভূগোল বৃত্তান্ত ও মনুষ্যোপাখ্যান সংশ্লিষ্ট ইতিহাস; সদুপদেশক ও সন্তোষক নানাপ্রকার উপাখ্যান সম্বলিত নীতিশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র যাহাতে এ প্রদেশীয় লোকের মধ্যে প্রায় অনেকেই অনভিজ্ঞ আছেন। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, সহজে মানুষের উৎসাহব্যঞ্জক নানা প্রস্তাব প্রকাশের দিকেই ছিল পত্রিকাটির নজর। সমকালীন বাংলা পত্রিকার শুরুর দিনে বিবিধ জগতের বিষয়কে উপস্থাপনার এই উদ্যোগ সত্যিই চমৎকার ছিল। পত্রিকাটির ভাষার ব্যবহারও ছিল সহজ। সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়তার খাতিরে ভাষা কখনই বেশি সংস্কৃতায়িত, জটিল বা মেদযুক্ত করা হয়নি। পত্রিকার পাক্ষিক হিসাবে আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর ১৮৩৪-এর জানুয়ারিতে হঠাৎ করেই এর 'নবপর্যায়' প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই 'নবপর্যায়'–এ প্রতি সংখ্যার দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয় এক টাকা করে। এই 'নবপর্যায়'–এর *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ*-এর সঙ্গে বিজ্ঞানের যে কোনও সম্পর্ক ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করেছিল। কিন্তু, এভাবে দাম বৃদ্ধি ও লেখার মানের অবনমনের কারণে খুব বেশিদিন পত্রিকাটি আর চলতে পারে না। শেষে নবপর্যায়ের বছরেই অর্থাৎ, ১৮৩৪–এর শেষের দিকে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। যে আশা জাগিয়ে পত্রিকাটি প্রায় প্রতি সংখ্যায় পাঁচ থেকে ছয়টির মতো 'প্রকরণ' বা লেখা ছাপতেন, সেখানে এটির অকাল-প্রয়াণ বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনাকালে একটি অন্ধকার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

রেভারেণ্ড লঙ সাহেব তাঁর *সংবাদসার* সংকলনে যখন এই স্বল্পায়ু *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ* থেকে নির্বাচিত লেখাকে সংগ্রহ করলেন, তখন তাঁর চোখে পড়ল একটি হারিয়ে যাওয়া জীবনী। যেটি প্রকাশ পাচ্ছে নবপর্যায়ের *বিজ্ঞান সার সংগ্রহ*-তে ১৮৩৪-এ। সেটি স্যার উইলিয়াম জোন্সের জীবনী। যেখানে জোন্সের ছোটবেলা, মায়ের কাছে পড়াশুনো থেকে কলকাতায় আগমন, বিচারকের জীবন, বিলিতি পড়াশুনো, এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন এমনকি সমকালে তিনি কোথায় থাকতেন, তাঁর দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ান, জোন্সের নিজের লেখা থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নানা প্রসঙ্গ এবং শেষে মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থার সমস্ত বিবরণ সহজ ভাষায় লেখা হয়েছিল। সযত্নে কোনরূপ সম্পাদনা ছাড়াই সম্পূর্ণ লেখাটিকে উদ্ধার করেছিলেন লঙ সাহেব। এটিকে বলা যেতে পারে স্যার উইলিয়াম জোন্সের প্রথম প্রামাণ্য বাংলা জীবনী, যেটি পরবর্তীতে লিখিত কোন ইংরেজির অনুকৃতিমূলক লেখা নয়।

দুষ্প্রাপ্য *সংবাদসার* বইটির মাত্র একটি কপি বর্তমানে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহার-অযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকে সেই দুর্লভ জীবনীর সম্পূর্ণটি (*সংবাদসার*-এর পৃষ্ঠা ৭৪ থেকে ৭৯ পর্যন্ত) বানান ও সজ্জা অক্ষুণ্ণ রেখে উদ্ধার করা হল।

সর উইলেম জুন্স সাহেবের উপাখ্যান

সর উইলেম জুন্স সাহেব, বালক কালাবধি অদ্ভুত পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার শিশুকালাবধি জ্ঞান বিষয়ে অন্তঃকরণের যেরূপ আশ্চর্য্য প্রফুল্লতা ছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত আছে, তিনি যদি তাঁহার বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা মাতাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে তাঁহার মাতা সর্ব্বদাই এই উত্তর করিতেন, যে তুমি অধ্যয়ন করিলেই সমুদয় জানিতে পারিবা, তাহাতেই ক্রমশঃ পুস্তকের উপর

তাঁহার মনের অতিশয় প্রীতি জন্মিতে লাগিল, এবং বয়োবৃদ্ধ্যনুসারে ক্রমেতে ঐ প্রীতির দৃঢ়তা হইতে লাগিল, আর পাঠশালায় নিয়মিত পাঠে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা অপেক্ষা তিনি আপন ইচ্ছামতে অধিক পরিশ্রম করিতেন। তিনি নিদ্রা নিবারণেয় নিমিত্ত চা ও কাওয়া পান করিয়া তাহা নিবারণ পূর্ব্বক প্রত্যহই সমুদয় রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন, আর অবকাশ পাইলে মনের সন্তোষার্থে কখন২ তদ্দেশীয় বিধি নিষেধ শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যবস্থা শিক্ষা করিতেন। পরে এই নিয়ম করিলেন যে যখন২ বিদ্যাভ্যাস করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তখন সে অবকাশে অবহেলা করা যাইবেক না। তিনি ঐ নিয়মানুসারে আক্সফোর্ড নামক নগরে থাকিয়া যখন গ্রীক লাটিন এবং পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, তৎকালে কখন২ অবকাশ পাইলে অশ্বারোহণ ও শস্ত্রবিদ্যাও অভ্যাস করিতেন এবং ফ্রান্স পূর্ত্তগাস ইস্পানিস্ ও ইটালিয়ান ভাষার উত্তম২ গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার স্বীয় লিখিত বাক্য এই যে কৃষকের অবস্থাতেও তিনি যুবরাজ যোগ্য উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তৎপরে যখন টেম্পল্ নামক বিদ্যালয়ে থাকিতেন তখন তিনি ব্যবস্থা শাস্ত্র ও পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিয়াও এত অবকাশ পাইতেন, যে তাহাতে আপনার কৃত এক কবিতার গ্রন্থ এবং গ্রীক্ দেশীয় ইসিয়স্ নামক এক সঙ্গক্তার কৃত বক্তৃতা গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে অবসর পাইয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ের মধ্যে নকল ব্যবস্থা এরূপ লিখিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, যে তদ্দারা অতি অল্প কাল পরেই ব্যবস্থা বিষয়ে আপনার উত্তম ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ের মধ্যেই স্বীয় ব্যবসায় ও অন্য২ সাধারণ লেখা পড়া করিয়াও, ডাক্টর হন্টর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ে যে সকল উপদেশ করিতেন, তাহাও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন এবং অঙ্ক ও রেখা গণিত শাস্ত্রে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, যে নিউটন সাহেবের কৃত প্রিন্সিপিয়া নামক অতি কঠিন গ্রন্থ অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।

যখন তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বঙ্গ দেশের প্রধান বিচারস্থানের অর্থাৎ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তখন ঐ অত্যন্ত কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, নানা প্রকার জ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, এবং লণ্ডন নগর হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রাজকীয় সভার ন্যায় এই কলিকাতা মহানগরে এক মহতী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ও যাবৎ কাল তিনি জীবদ্দশায় ছিলেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ সভার এক জন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, আর ঐ সভাতে এতদ্দেশীয় শব্দ শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীন বিষয় সকল লিখিয়া ঐ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। ১৭৮৫ সালে বিচার স্থানের যে দীর্ঘ অবকাশ পায়েন, তাহাতে তিনি কি রূপে কাল যাপন করিতেন তাহার বিবরণ তাঁহার স্বীয় লিপিদ্বারা এই রূপ অবগত হওয়া গিয়াছে, যে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ, এক খান পত্র লিখিতেন, পরে ধর্ম্মপুস্তকের দশ অধ্যায় পাঠ করিতেন, তদনন্তর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও হিন্দুদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র অর্থাৎ দায়ভাগ পাঠ করিয়া উক্ত কালের অবসান হইলেই মধ্যাহ্ন সময়ে ভারতবর্ষীয় ভূগোল বৃত্তান্ত, এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে অর্থাৎ বিকালে রুসদেশীয় ইতিহাস, আর দিবাবসানে শতরঞ্চ খেলা ও এরিএন্ট নামক এক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দিন যাপন করিতেন। তদুত্তর এ প্রদেশের দোষ বশতঃ ক্রমে২ তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল, এবং চক্ষুঃসত্তাও এরূপ অল্প হইল, যে তাহাতে বাতির আলোয় তাঁহার লেখা ক্ষান্ত হইতে হইল, কিন্তু তাঁহার অতি প্রিয় যে বিদ্যাভ্যাস তাহা তিনি যে পর্য্যন্ত বলাধান ছিলেন; সে পর্যন্ত কিছুতেই নিরত্ত হন নাই, পরে যখন পীড়াদ্বারা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া একেবারে শয্যাগত হইলেন তখন উদ্ভিজ্জবিদ্যা অর্থাৎ বৃক্ষাদি বিষয়ক শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনন্তর যৎকালে, শারীরিক পীড়ার শান্তির নিমিত্তে নানা প্রকার দেশ ভ্রমণ করেন, তৎকালেও গ্রীক ইটালি ও ভারতবর্ষের দেব ও দেবীদিগের বিষয়ে এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, তিনি তাঁহার মনকে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যে আলস্য ত্যাগ করিবার অবকাশেতেও পরিশ্রম করিতে মনের প্রবৃত্তি হইত। পরে কিছু কাল বিলম্বে শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার আপন ব্যবসায়ে ও পাঠে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন

তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তে প্রত্যহ কলিকাতায় আসিতে হইত, তখন তিনি কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা তীরস্থ এক বাটীতে থাকিতেন। কর্মস্থান হইতে প্রত্যহ সায়ং সময়ে উক্ত বাস স্থানে গমন করিতেন, এবং দুই তিন ঘণ্টা রাত্রি সত্ত্বে গাত্রোত্থান করিতেন। পরে অতি প্রত্যুষে পদব্রজে কলিকাতার বাটীতে আসিয়া বিচার গৃহে যাইবার নিয়মিত কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপন পাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং বিচার স্থানের অবকাশমতে উক্ত রীতিতেই নিযুক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ সালে একবার অবকাশ পাইলে যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে থাকিয়া লিখিয়াছিলেন, যে আমি এই গৃহে পরম সুখে কাল ক্ষেপ করিতেছি, যদ্যপি এই তিন মাস আমার অবকাশ আছে, তথাপি আমি এক ঘণ্টাও ব্যর্থ ব্যয় করি নাই। ব্যবসায় কর্ম্মের সঙ্গে আপনার প্রিয় পাঠের সম্পর্ক থাকা অর্থাৎ এক কালে বিষয় কর্ম্ম ও বিদ্যাভ্যাস হওয়া যাহা আমার ঘটিয়াছে ইহা অত্যল্প স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, আমি এই গ্রাম্য গৃহে থাকিয়া আরবি ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিচার স্থানের অনেক সাহায্য পাইতেছি, যেহেতু মোসলমান ও হিন্দু উকীলেরা তাহাদের নষ্টতা বুদ্ধিতে আমাকে প্রতারণা করিতে পারে না। বাস্তবিক এইরূপ সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেই তাঁহার অন্তঃকরণের অতিশয় সন্তোষ হইত; আর তিনি ঐ পত্রেতেই লিখিয়াছিলেন, যে তিনি ভারতবর্ষের পদে যে পর্য্যন্ত পদান্বিত না হইয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত কোন মনে সুখী ছিলেন না।

- **বিজ্ঞান সারসংগ্রহ ইং সন ১৮৩৪**

ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

সুকুমার সেন – এক অনন্য জীবন

লেখক : নিলয়কুমার সাহা

প্রথম প্রকাশ : আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, ২০২৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাতৃভাষা দিবস, ২০২৪
প্রকাশক : রোহিণী নন্দন, ১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ISBN : 978-81-19574-91-9
মূল্য : ৫৯৯/-

SIR-এর আবহে ভারতের নির্বাচন কমিশন এখন প্রায়শই সংবাদের শিরোনামে। আর নির্বাচন কমিশনের প্রসঙ্গ উঠলেই আমরা গত শতাব্দীর আশি আর নব্বই দশকের মানুষজন কেমন যেন নস্টালজিক হয়ে উঠি। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক দৃঢ়চেতা তামিল ব্রাহ্মণের মুখ – T.N. Seshan, ভারতের দশম নির্বাচন কমিশনার। নব্বইয়ের দশকে যিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন I am the Election Commissioner of India, not the Election Commissioner of Government of India. সেই সময়ে তাঁর বেশকিছু দৃঢ় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় একটি জবরদস্ত পরিবর্তন এনেছিল। তাকে একদিকে করেছিল জনমুখী, আবার অন্যদিকে এই নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাও বেড়ে গিয়েছিল কয়েকগুণ। অথচ আমরা কেউই কখনও জেনে উঠলাম না বা জানতে আগ্রহী হলাম না কে সেই ব্যক্তি যার হাত ধরে স্বাধীনোত্তর এই দেশ গণতন্ত্রের চৌকাঠটি প্রথমবার পেরিয়ে গিয়েছিল অবলীলায়। বাস্তবের নিদারুণ রসিকতায় ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বরাবরই থেকে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। বাঙালী এই ভদ্রলোকটির যশভাগ্যটিই বোধহয় এইরকম। জ্ঞানগম্যিওয়ালা বাঙালীসমাজও তাঁর নামটি শুনলেই চিহ্নিত করে ফেলে সমনামের অন্য আরেক বিদগ্ধ বাঙালী ভাষাবিদকে — সুকুমার সেন। অধ্যাপক নিলয়কুমার সাহার মুনশিয়ানা এখানেই, তাঁর *ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুকুমার সেন — এক অনন্য জীবন* বইটির মধ্য দিয়ে বিস্মৃতির অতল থেকে তিনি উদ্ধার করেছেন এক বহুমুখী প্রতিভাকে।

সুকুমার সেন — ১৯৫০ সালের ২১শে মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত যিনি ছিলেন দেশের প্রথম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই ১৯৫২ আর ১৯৫৭ সালের প্রথম দুটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই দেশ সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হয়েছিল। আজ যে নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে আরও সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করছি, আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে তার ভিত্তিটি তিনি নিজের হাতে স্থাপন করেছিলেন। সেই স্থাপনযজ্ঞের অন্তরালে ছিল তাঁর আই.সি.এস. জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর স্বাধীন ভারতের প্রতি এক অপরিসীম দায়বদ্ধতা।

আরও আগে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০, তিনি স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মুখ্যসচিব। দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে

যখন কাতারে-কাতারে মানুষ ওপার থেকে এসে ঠাঁই নিচ্ছেন এই বাংলায়। দিকে-দিকে ধিকি-ধিকি জ্বলছে সাম্প্রদায়িকতার আগুন। আর্থিক, সামাজিক সব দিক থেকে বিধ্বস্ত এই রাজ্যটিকে ইস্পাতের মত দৃঢ় মনোভাব অথচ সংবেদনশীল এক মন নিয়ে সেইসময় তিনি যে ভাবে সামলেছেন, তাই বা ভুলি কী করে?

উদ্বাস্তু মানুষগুলোর প্রতি এই সহমর্মিতারই আরও এক পরিচয় পাই তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে। যখন তিনি দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি এবং উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবনযন্ত্রণা লাঘবের জন্য আমৃত্যু আন্তরিক চেষ্টা করে চলেছেন।

এরই মাঝে এক ঝলক দেখা মেলে শিক্ষাবিদ সুকুমার সেনের — যখন তাঁর হাত ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। সময়কাল ১৯৬০।

তাঁর জীবনের এই প্রতিটি অধ্যায়কেই সুনিপুণভাবে লেখনীতে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক সাহা। এই বইতে যে বিপুল তথ্যরাশি তিনি পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেছেন তা শুধু তারিফযোগ্যই নয়, রীতিমতো বিস্ময়ের। গ্রন্থটিতে আরও সংযোজিত হয়েছে সুকুমার সেনের বেশ কিছু লেখা যা থেকে তাঁর মনন ও চিন্তাশীলতার একটা ধারণা পাঠক সহজেই করতে পারবেন। বইটিতে আরও আছে তাঁর প্রতি নানা মানুষের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত ‘প্রথম সুকুমার সেন স্মারক বক্তৃতা’, যা বইটির উৎকর্ষতাকে আরও বৃদ্ধি করে।

রোহিণী নন্দন থেকে প্রকাশিত বইটির বাঁধাই ও মুদ্রণ প্রশংসাযোগ্য। স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের রেশ এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই আবহে সুকুমার সেনের মতো একজন অস্বীকৃত, অনাদৃত এবং অনালোচিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কারিগরকে ইতিহাসের আলোয় উদ্ভাসিত করবার এই প্রয়াস যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অরূপরতন বাগচী
প্রশাসনিক আধিকারিক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি

JUST PUBLISHED

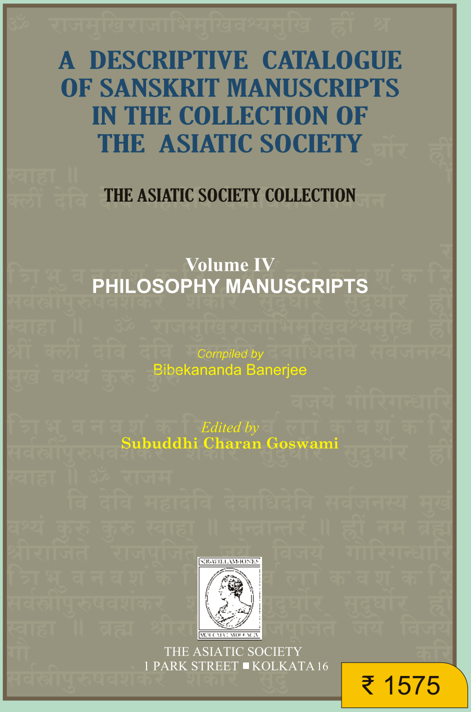

₹ 1575

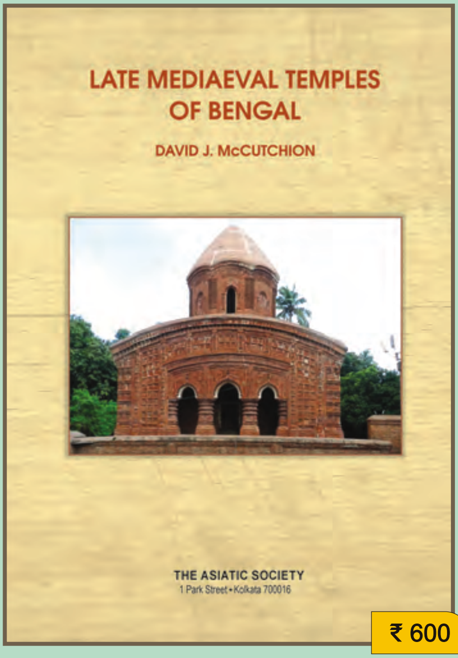

₹ 600

LECTURE

Two Unconventional Dramas in Classical Sanskrit Literature
Mrinal Kanti Gangopadhyay 1

ARTICLES

Garbhotpattilakṣaṇaṁ in the Kalyāṇakāraka: A Critical Appraisal
Mintu Sannyasi 21

Battling with Self: A Probe into the Mental Health Discourse through Patricia Laurent's Santiago's Way
Preeti Choudhary 37

GLEANINGS FROM THE PAST

On the Origin of the Hindvi Language and its Relation to the Urdu Dialect
Babu Rajendralala Mitra 55

NOTES ON GLEANINGS

A Note on Babu Rajendralala Mitra's Article 'On the Origin of the Hindvi Language and its relation to the Urdu Dialect' (1864)
Ram Ahlad Choudhary 85

BOOK REVIEW

Explorations in Colonial Bengal – Essays on Religion, Society and Culture, edited by Achintya Kumar Dutta
Swapan Kumar Pramanick 95

2026

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAY

S	M	T	W	T	F	S
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULY

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

LIST OF HOLIDAYS

Holidays	Date	Days
Basant Panchami/Sri Panchami	23.01.2026	Friday
Republic Day	26.01.2026	Monday
Holi	04.03.2026	Wednesday
Id-ul-Fitr	21.03.2026	Saturday
Mahavir Jayanti	31.03.2026	Tuesday
Good Friday	03.04.2026	Friday
Buddha Purnima	01.05.2026	Friday
Id-Uz-Zuha (Bakrid)	27.05.2026	Wednesday
Muharram	26.06.2026	Friday
Independence Day	15.08.2026	Saturday

Holidays	Date	Days
Milad-un-Nabi or Id-E-Milad (Birthday of Prophet Mohammad)	26.08.2026	Wednesday
Mahatma Gandhi's Birthday	02.10.2026	Friday
Dussehra(Mahashtami) (Additional day)	19.10.2026	Monday
Dussehra	20.10.2026	Tuesday
Diwali (Deepavali)	08.11.2026	Sunday
Guru Nanak's Birthday	24.11.2026	Tuesday
Christmas Day	25.12.2026	Friday

Published by Lieutenant Colonel Anant Sinha, Administrator, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : asiaticsociety-ask@asiaticsocietykolkata.nic.in
Web: www.asiaticsocietykolkata.org
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com